

উপন্যাস

# হিমু এবং হার্ভার্ড পিএইচডি বলুভাই

হুমায়ূন আহমেদ

## আমারবই.কম

হার্ভার্ডের পিএইচডি সেবেছি।—বলেই মাজেমা খালা চোখ পোল পোল করে ভাকিয়ে বইলেন। যেন তিনি কঠিন এক ধাঁধা জিজ্ঞেস করেছেন, যার উত্তর তিনি ছাড়া কেউ জানে না। তাঁকে একই সঙ্গে অসম্মিত এবং উত্তেজিত মনে হচ্ছে। কপালে উত্তেজনার কিছু বিন্দু ঘাম। তাঁর চোখে অস্বস্তির চাপা হাসি। খালা তাঁর পোল চোখ আমার দিকে আরও খানিকটা এগিয়ে এসে গলা নামিয়ে বললেন, এই হাঁসরোম! হার্ভার্ডের সিজিভের পিএইচডি সেবেছি। কখনো?

আমি বললাম, না। সেখানে ভয়ছর।

খালা বিরক্ত হয়ে বললেন, ভয়ছর হবে কেন? অন্যরকম।

অন্যরকমটা নী?

সারা গা থেকে জ্বরের আঁকা বের হওয়ার মতো অন্যরকম।

বসো কী!

বড় বড় দিশেহারা চোখ। সেখানেই এমন মায়ী লাগে।

আমি বললাম, চোখ দিশেহারা কেন?

খালা বললেন, সিজিভের জটিল সমুদ্রে পড়তে, এইজনের দিশেহারা। এখন সে কাজ করছে “সিদ্ধর কথা” নিয়ে। যতই সে পড়তে ততই দিশেহারা হচ্ছে। আহা বেচারী! সিদ্ধর কথার নাম শুনেছি। কখনো?

১৯৮১ সালে প্রকাশিত উপন্যাস 'স্বপ্নের উপন্যাস' নির্মাণ ফাউন্ডেশন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলা সাহিত্যের প্রচার করে।

না। বিশ্ব যে কথা হিসেবে পাওয়া যায় তাই জানতাম না।  
বালা বললেন, আমিও জানতাম না। বাংলাদেশে কেউ মনে হয় জানে না।

অমি বললাম, বাংলাদেশ কান নাও, বিশ্ব নিজেও হঠাৎ জানেন না।  
বিশ্ব জানবেন না এটা কেমন কথা! উনি সহী জানেন।  
হার্ভার্ড সাবেককে তেনা বীভাবে?  
সে কোর বাবু সাহেবের বন্ধুর ছেলে।

পিএইচডি পাঠোত্তর নাম কী?  
ডক্টর আফগানুর রহমান চৌধুরী। তুল বসেছি চৌধুরী আগে হবে।  
ডক্টর চৌধুরী আফগানুর রহমান। তুল গ্রামের অব নিওরেটিকেল  
কিজিও। তেনডারবেশট ইউনিভার্সিটি।

ডাকনাম কী?  
ডাকনাম নিয়ে কী করবি?  
অমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, ব্যাং জটিল অবস্থানে থাকে তাদের  
ডাকনাম। খুব হাস্যকর হয়। দেখা যাচ্ছে উনার ডাকনাম বকু।  
বকু?  
হ্যাঁ বকু। পেরেকও হতে পারে। আবার পোস্তা ফোন্ডাও হওয়া বিচিত্র  
না।

বালা বিরক্ত গলায় বললেন, যতই দিন যাচ্ছে তোর কথাবার্তা ততই  
অসহ্য হয়ে যাচ্ছে। চা-কফি কিছু খাবি?  
খাব।  
কী সেব, চা না কফি?  
তুইই নাও। এক চুমুক চা খেয়ে এক চুমুক কফি খাব। ডাবল  
আফগান। হার্ভার্ড পিএইচডির কথা শুনে কিম খরে গেছে। ডাবল আফগান  
ছাড়া গতি নেই। ইউরোপ-আমেরিকা হলে বলতাম মিট মুই পেশ হুইজি  
নাও, অন ডাবল-ক।

বালা বললেন, আমি যে তোর মুকলিম, মুকলিম, এটা মনে থাকবে না?  
লাগামহড়া কাগজটি।  
বালা হঠাৎ করে আরেক কিছু কঠিন কথা বললেন। তার আগেই মোবাইল  
ফোন বাজল। তিনি ফোন নিয়ে বস্ত্রাচারে চলে গেলেন। মোবাইল ফোনের  
নিয়ম হচ্ছে—এক জায়গার বীড়িয়ে কথা বলতে ভালো লাগে না। ইন্টার্নটি  
করে কথা বলতে হয়।  
মিনিট তিনেক পার করে বালা উনয় হলেন। এখন তাঁকে পদাধিক  
সাহেবের মতো খানিকটা মিথেহাওয়া দেখাচ্ছে। ঘুরের ভক্তি করুমাছ। অমি  
বললাম, বালা কোনো সমস্যা?  
বালা নিম্ন গলায় বললেন, ও টেলিফোন করেছিল। ওর ডাকনাম  
সিডাই বকু। ওরা দুই যমজ ভাই। একজনের নাম নাট, আরেকজনের নাম  
বকু। একসঙ্গে নাট-বকু। ওদের বাবা ছিল পাগলাচিরেপের। এইজন্যে  
নাট-বকু নাম রেখেছে। কী বিশ্রী কথা।

তুমি মন ব্যাগল করছ কেন? বকু নাম তো ব্যাগল কিছু না। ডক্টর  
বকু—অন্যভাবে ভালো লাগছে। নাট-বকু দুই ভাইকে নিয়ে সুন্দর ছড়াও  
হয়—  
নাট বকু দুই ভাই  
রিকশা চড়ে, সেখানে পাই।  
রিকশা যায় মহিষি  
বকু হাসে খিলিখিল।  
নাটের মুখ বন্ধ  
তার গায়ে গন্ধ।  
বালা কঠিন গলায় বললেন, চুপ কর।  
মুখ বন্ধ।  
অমি মুখ বন্ধ করলাম। বালা

বললেন, বকু উঠেছে সোনালগাঁও হোটেল। 'কম নাচার চার শ' একশ।  
তোকে খবর দিয়ে এসেছি বকুকে কিছু জিনিস দিয়ে আসছি।

অমি বললাম, সবজ নামের মাছাছা দেখলে? তুমি নিজের এখন  
সমানে বকু তাকছ। বকুভাইকে এখন আর ঘুরের কেউ মনে হচ্ছে না।  
মনে হচ্ছে থাকের মানুষ। সে এমন একজন যে দুই চালে 'ইউটার' পাল  
করেছে। অনেক চেষ্টা করেও কোনো ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে পারে নি।  
তার এখন প্রধান কাজ মোয়ে-তুলের গেষ্টের সামনে ইন্টার্নটি করা। তুইই  
কিস সেওয়া।

তুই কি চুপ করবি? নাকি একটা খাড়াই নিয়ে মুখ বন্ধ করবি?  
চুপ করলাম।

বালা বললেন, ও পুষ্টি-পামছা আর একটা বাংলা ডিকশনারি রেখেছে।  
সব আনিবে রেখেছি। তুই নিয়ে আর।  
নো গ্রবলেন। পুষ্টি, বাংলা ডিকশনারি দুকলাম। পামছা কেন? কানের  
সিলিন্ডার নলে জায়েন করার পরিকল্পনা কি আছে?

বালা হঠাৎ গলায় বললেন, এক কথা বলছিস কেন? তুই কিছু বকুই  
সঙ্গে কোনো ফাল্গামিটাইল কথা বলবি না। ও অতি সখানিক একজন  
মানুষ। গ্রাসের ইউনুসের মতো নোবেল গ্রাইজও পেয়ে যেতে পারে।  
তা হলে তো বিরাট সমস্যা।  
কী সমস্যা?

নাগল মামলা মোকদ্দমার জড়াক্তে হবে। বাংলাদেশে নোবেল গ্রাইজ  
পাওয়া লোকজনদের সংখ্যের গোঁষে দেখা যায়।  
আবার বকবকানি শুরু করেছিস। চুপ করতে বললাম না?

বকুভাইকে দেখে অমি চমকলাম। পিএইচডি অনশই আমাদের গোঁষে  
চাপাভাজ বিবিক গোঁষের মানুষের ঘনি ভাসে, যার ট্রোট থাকে অকজার  
হাসি। হামের গ্রন্থ বকুই ডিগ্রি নেই গ্রন্থের মিলে এক এমনজনের ব্যাকান  
সেন বনামুদ্র দেখছেন। হাতাভের এই পিএইচডি উত্তার চুপুচুপ।  
উত্তারও একজন মানুষ। মাথাভারি সুন্দরগোঁষে তুমি। হামেরই বালায় কথা  
হাসি। উনার গোঁষে বিশেষহার ভাব।

হাতাভের পিএইচডি'র ভোমের হোটেলের টাওয়েল পায়ালেন। তিনি  
খালি গায়ে বিছানার উপর বসে আছেন। তাঁর ঝাঁকো চায়ের কাপ।  
জানহাতে একটা চামচ। তিনি চায়ের কাপে চামচ ডুবিয়ে চা তুলে এনে  
মুখে নিচ্ছেন। শিতরা গরম চা এইভাবে খায়। বয়স কাটকে এই গ্রন্থম  
সেখলাম।

অমি বললাম, বকুভাই, ভালো আছেন?  
তিনি বললেন, ভালো আছি।  
আপনার জন্মে কয়েকটা জিনিস এসেছি। মায়েরা বালা পারিয়েছেন।  
ডিকশনারি কি আছে?  
হ্যাঁ আছে।  
একটু কই করে দেখবে ডিকশনারিতে 'তুতুবি' বলে কোনো শব্দ কি  
আছে? তুমি কি এই শব্দ আগে শুনেছ?  
না।

ড্রিজ খুঁজে দেখো। তোমাকে তুমি তুমি করে বলছি বলে ভেবে বসবে  
না আমি তোমাকে অবজা করছি। তুমিও আমাকে তুমি বলতে পারো,  
কোনো সমস্যা নেই। বাংলা একটা ট্রেন  
ভাষা—আপনি তুমি তুই।  
জাপানি আরও ব্যাগল ভাষা, সেখানে  
শব্দ সম্বোধন। অতি সখানিক আপনি,  
সখানিক আপনি, তুমি, তুই, নিজশ্রেণীর  
তুই।

বকুভাই 'Oh God' বলে গরম চা  
বকুভাই 'Oh God' বলে গরম চা



খনিজটা বিছানায় ফেলে দিলেন। এখন তাকে শিতনের মতো অপ্রতৃত দেখাচ্ছে।

অমি ডিকশনারি খুলে বললাম, শব্দটা আছে। এর অর্থ 'সাপুড়ের বঁশি'।

তত। তেরি তত।

অমি বললাম, অর্পণ চামচে করে চা খাচ্ছেন কেন?

টোট পুড়ে গেছে। পরম কাপ টোটে লাগতে পারছি না। এইজনে চামচে খাচ্ছি। টোট কীভাবে পুড়েছে জানতে চাও?

না। 'তুতুরি' দিয়ে কী করবেন?

কিছু করব না। অর্থাৎ ততু জাললাম। তুতুরি একটা মেয়ের নাম। অমি নামের অর্থ জানতে চাইলাম। সে অর্থ বলতে পারল না। এরপর যখন তার সঙ্গে দেখা হবে, তাকে নামের অর্থ বলে দেব। সে নিশ্চয়ই খুশি হবে। জোয়ার কি ধারণা খুশি হবে না?

খুশি হওয়ার সম্ভাবনা কম।

কম কেন?

আপনি তাকে সোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন, তুমি মূর্খ মেয়ে, নিজের নামের অর্থ জানো না। এটা তার ভালো পাণের কথা না।

তা হলে ওই গ্রন্থসংগ্রহ। নামের অর্থ বলার দরকার নেই। একটা কাজ করলে কেমন হয়—বাংলা ডিকশনারিটা তাকে উপহার দিয়ে যদি দিই, এই সেরে সেখান থেকে তো তোমার নামের অর্থ খুঁজে পাও কি না। এই মুহুর্তে জোয়ার কাছে কেমন মনে হচ্ছে?

বলুভাইকে আমার কাছে মোটামুটি বাস্তবিক মানুষ বলেই মনে হতো। তবে আমার প্রতি তার আচরণে কিছুটা অস্বাভাবিকতা আছে। অমি তাঁর কাছে নিরাপত্তা অনুভব করত। তিনি আমার সঙ্গে এমন আচরণ করতেন যেন আমি তাঁর অতি পরিচিত একজন। এর পরিচিতি যে তাঁকে বলুভাই ভাবতে পারত।

একটু কি তত সেরে দেখে 'তুতুরি' বলে কোনো শব্দ আছে কি না।

অমি ডিকশনারি খুলে দেখল। নাই। বাংলায় নতুন একটা শব্দ যুক্ত করলে কেমন হয়? তুতুরি।

এর অর্থ কী?

তুঁ দিয়ে যে বঁশি বাজায় তুতুরি। বঁশি, সানাই, বাগপাইপ ট্রাম্পেট সব হবে তুতুরি ফুঁপের বাজায়। আপনার কাছে কি পরিচায় হয়েছে? নাকি আরও পরিচায় করব?

পরিচায় হয়েছে।

নতুন নতুন শব্দ বাংলা শব্দভাণ্ডারে যুক্ত করা প্রয়োজন।

অনশাই প্রয়োজন।

বলুভাইয়ের চোখ হঠাৎ চকচক করে উঠল। নিশ্চয়ই নতুন কিছু মাথায় এসেছে। এই শ্রেষ্ঠ মানুষ অমি আগেও দেখেছি। যুগে যুগে বলায় আগে এসে চোখ কথা বলে। সারাক্ষণ মাথায় নতুন নতুন আইডিয়া আসতে থাকে।

বলুভাই বললেন, তুমি ডিকটেশন নিতে পারো? অমি বলল, তুমি লিখবে। পারবে না?

পারব।

টেবিলের ড্রয়ারে হেটসেলের কাগজ আছে, কলম আছে। কাগজ-কলম নিয়ে টেবিলে বসো। অমি খুবই লজ্জিত, জোয়ার নাম তুলে ফেলি।

আপনার লজ্জিত হওয়ার কিছু নেই। অমি এখানে আপনাকে নাম বলার সুযোগ পাই নি। আমার নাম হিন্দু।

হিন্দু, তুমি কি তৈরি? ডিকটেশন দেওয়া শুরু করব।

করুন।  
লিখো—

সমাপ্তি  
বাংলা একাডেমী  
প্রকাশনালয়।

বিষয় : বাংলা শব্দভাণ্ডারে নতুন শব্দ সংযোজন।

জনাব,

তুতুরি নামের একটি শব্দ অমি বাংলা শব্দভাণ্ডারে যুক্ত করতে চাইছি। তুঁ দিয়ে সেসব বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয় তাদের সাধারণ নাম হবে তুতুরি। যেমন, বঁশি, সানাই, ট্রাম্পেট, বাগপাইপ।

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে আমাকে বহিষ্ঠ করুন।

বিনীত  
বলু

অমি বললেন, বলু নাম ব্যবহার করবেন? পেশান্তি নামটা দিন।

তিনি বললেন, তুমি বলুভাই বলুভাই করছ তে, এ জন্যে মাথায় বলু নামটা ঘুরছিল। বলু কেটে দিয়ে আমার ভালো নাম দিয়ে নাও—তুতুরি বলেসবুজ হয়মান। তবে বলু নামটা আমার পছন্দেব। অমি যখন যেন্নে নিজেকে সেবি, তখন সবাই আমাকে বলু ভাকে। বঙ্গ-বিষয়ে জোমাকে একটা ইন্টারেস্টিং কথা দিতে পারি। সেব?

দিন।

একবার হাঙ্গেরি মানুষ নিজেকে নিজেকে সেবতে পার। বস্তব জগতে মানুষ নিজেকে সেবে না।

আন্দামান কারাগারে ওরা নিজেকে সেবতেন।

সে সেবতেন না। প্রায়ের সেবতে ভায় কিবো ইয়েজ। এখন বুঝেছ? কি।

তত তেরি তত। জোমাকে একরিতে বহাল করা হলো। কাপ সাজালে জায়েন করবে।

অমি সব সময় অন্যদের চমকে দিয়ে অনেক পাই। এই প্রথম বলুভাই আমাকে চমকালেন। অমি তাঁর কাছে কোনো চাকরির জন্যে আসি নি। করেকটা রিগিস নিতে এসেছিলাম।

বলুভাই বললেন, এসি আছে এমন একটা মাইক্রোবাস ভাড়া করবে। এই মাইক্রোবাস দশ মিনি আমাদের সঙ্গে থাকবে। আমরা সকলে দশটার মধ্যে নেত্রকোণা জেলার সোহাগী গ্রামে চলে যাব। দশ মিনি থাকবে।

অমি বললাম, জি আচ্ছা স্যার।

স্যার বলল কেন?

আপনি আমার বস, এইজন্যে স্যার বলছি।

তুমি বলুভাই চাকরিসে, কনজো ভালো লাগছিল। অমি ট্রেডিশনাল বস না। জোয়ার চাকরীও মুক্তিযুদ্ধিক। অমি বই লেখা যেদিন শেষ করব, তার পরদিন জোয়ার চাকরীও শেষ।

বলুভাই, আমার কাছটা কী?

মিসেস মাজেলা জোমাকে কিছু বলেন নি?

জি-না।

তুমি মানানভাবে আমাকে সাহায্য করবে, যেন বইটা লিখে শেষ করতে পারি।

কী বই?

বইয়ের নাম হচ্ছে 'ঈশ্বর শূন্য আখ্যা শূন্য'। বইয়ে প্রমাণ করব, ঈশ্বর বলে কিছু



সিমনসোয়া ২০১১

০৪৫





# আমারবই.কম

হয়েছে কোথেকে ?

সে বলল, বিপা ব্যাং থেকে।

আমি বললাম, সমস্ত যেহেতু বিপা ব্যাং থেকে তল হয়েছে তার আগে জো কিছু থাকতে পারে না।

দুশান বলল, বিপা ব্যাং-এর আগে কি ঈশ্বরও ছিলেন না ?

আমি বললাম, ইয়াং সেডি, ঈশ্বরও ছিলেন না। সবকিছুর শুরু বিপা ব্যাং থেকেই। ঈশ্বর বলে কিছু থেকে থাকলেও তার শুরু বিপা ব্যাং থেকে।

দুশান মেয়েটি অর্থহীন প্রশ্ন করে আমার ভেতর অনেক অর্থহীন প্রশ্ন তৈরি করে দিয়েছে। মাথা খানিকটা এলোমেসো করে দিয়েছে। আমি এলোমেসো মাথা ঠিক করার জন্য বড় ভ্রেকেশন নিয়েছি। প্রথম গেলাম স্পেনে। কারণ প্রোডিনজারের মাথা যখন এলোমেসো হয়ে গেল, তখন মাথা ঠিক করার জন্য তাঁর এক যোগেন বাছবী নিয়ে গেলেন স্পেনের বার্সেলোনায়। বাছবীর সঙ্গে বৌনক্রিমার মাথাবাদে তাঁর মাথার এলোমেসো তার হঠাৎ পরিষ্কার হয়ে গেল। তিনি গেছে গেলেন বিখ্যাত প্রোডিনজার ইকুয়েপে।

বাছবীকে যেসে লাফ নিয়ে কাগজ-কলম নিয়ে টেবিলে বসলেন। বাছবী বলল, কী হয়েছে ?

প্রোডিনজার বললেন, হয়েছে তোমার মাথা। You go to hell!

স্পেনে আমার মাথার জট কাটে নি। আমার কোণে বাছবী ছিল না—এটা একটা কারণ হতে পারে।

বালোমেসে এসে দমি হোটলে বসে সময় কাটাচ্ছি। জানালা দিয়ে একবার বাইরেও তাকাচ্ছি না। হিম্ন বলেছে জম্বিক কোরামত আমার মাথার জট খুলে দেবে। সে নাকি কোন রেট্রোগ্রেশীর ব্যুর্টি। আমি হিম্ন নামের পেছনে লিখলাম 'কোরামত' তারপর লিখলাম 'তুতুবি'। 'তুতুবি' নাম লেখার পেছনে কোনো ফ্রয়েডিয়ান সাইকোলজি তি কাজ করছে ?

আমি 'তুতুবি' নামটা কেটে নিলাম। নারীসহ আমার গিঁড় না। তাদের আমার আলো প্রজ্জ্বলি মনে হয়।

দীর্ঘাল শক্ত চুলের বাধনে  
ধরে রাখুন থ্রিয়াজনকে

থ্রি  
ওই পুষ্টি পূর্ণ তৈল তুল

অতি শুষ্কত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের চেনা ঘাম 'কান' নিয়ে। তাদের দুটি কানের একটি চ্যাপ্টা ধরনের হয়। কানের সঙ্গে মোবাইল ধরে সারাক্ষণ কথা বলার কারণে কর্ণ কোয়ার এই দশা।

আমি বাংলা একাডেমীর ডিকি

সাহেবের সামনে এক ঘণ্টা দশ মিনিট ধরে বসে আছি। মোবাইল কানে ধরে তিনি সারাক্ষণ কথা বলে যাচ্ছেন। একজনের সঙ্গে না, মানদলজনের সঙ্গে। মাঝে মাঝে আঙুলের ইশারা আমাকে অপেক্ষা করতে বলছেন। এই সময় তাঁর মুখ হাসিহীন হয়ে যাচ্ছে। আমার দিকে হাসিমুখে থাকলেও একটাই কারণ—ভিজি সাহেব আমাকে তাঁর নিজের মতোই চক্ৰবর্তী ভাবছেন। চক্ৰবর্তী লোকজনকেই শুধু তাঁর পিএস নতুনকামরায় বসতে দেয়। অভ্যন্তরীণ সেই সুযোগ পায় না। যেহেতু আমি পেয়েছি আমি চক্ৰবর্তী কেই।

আমার এই বিশেষ ঘরে ঢোকার রহস্য সর্বদা মিথ্যাতার। আমি পিএস সাহেবের দিকে ফুঁকে ফিসফিস করে বলছি, আমি প্রধানমন্ত্রীর একটি গোপন চিঠি নিয়ে এসেছি। এই চিঠি স্যারের হাতে হাতে দিতে হবে। কারও সঙ্গে গলা নামিয়ে কথা বললে সেও গলা নামিয়ে কথা বলে, এটাই নিয়ম। পিএস সাহেব গলা নামিয়ে বললেন, চিঠিতে কী লেখা? আমি বললাম, প্রধানমন্ত্রীর চিঠির বিষয়বস্তু তো আমার জানার কথা না, তবে অনুমান করছি ভিজি সাহেবের মনে শেষ।

হাসেন কী? ভিজি সাহেব প্রধানমন্ত্রীর ব্র্যাককে চলে গেলেন। পিএস বললেন, একমুখী ঘণ্টা যে ঘটেছে তার আলমত অবশ্য পেয়েছি। যান আপনি স্যারের ঘরে চলে যান। আমি স্যারকে জানাচ্ছি যে আপনি যাচ্ছেন।

উনাকে অপেক্ষা করে কিছু জানানোর দরকার নেই। যা বলার আমি সরাসরি বলব। গোপনীয়তার ব্যাপার আছে। অবশ্যই। অবশ্যই।

ভিজি সাহেবের টেলিফোন শেষ হয়েছে। তিনি হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে বসিষ্ঠান, হুঁতে এসে বললেন, আপনার সঙ্গে কী করতে পারি? আমি বললাম, আপনি আমার জন্যে কিছু করতে পারেন না। তবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্যে কিছু করতে পারেন।

তার মানে? এক ভ্রমস্ফোটা বাংলা শব্দভাণ্ডার নতুন একটি শব্দ যোগ করতে চাচ্ছেন। আমি সেই প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। শব্দটা হলো 'ফুতুরি'। ফুতুরি হবে হুঁ নিয়ে যেসব ব্যাকরণে কাজে লাগে হয় তার সাধারণ নাম।

ভিজি সাহেব চোখ-মুখ কঠিন করে বললেন, এইসব প্রেইম ডিস্ট্রিক্টদের সকাল-বিকাল ধাপধাপে দরকার।

আমি বললাম, যথার্থ বলেছেন স্যার। উনি আপনাকে একটা চিঠি দিয়েছেন। চিঠিটাকে কি একটা ছেপে বোলাবেন?

ভিজি আপনি অস্বাভাবিক তেলুন এবং আপনি এই যন্ত্রটি ঘর বেড়ে চলে যাবেন। আপনাকে এই ঘরে একটা দিল কীভাবে?

আপনার পিএস সাহেব ব্যক্তিগত খিচড়ানায় নিয়েছেন। উনার মোহ নাই। যখন তখনই আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে এসেছি তখনই উনি নম্র হয়ে গেছেন। অবশ্য নম্র হওয়াটা উচিত হয় নাই। প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে আন্তর্জাতিক লোকজন তো আসতে পারে। তাই না স্যার?

ভিজি সাহেব সঙ্গে সঙ্গে নম্র হয়ে গেলেন। তার চেহারা যথাসাধ্য ভাল চলে এল। আমি বললাম, যে ভ্রমস্ফোটা বাংলা ভাষায় নতুন একটি শব্দ দিতে চাচ্ছেন তিনি প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আশ্রয়ে বাংলাদেশে এসেছেন।

ভ্রমস্ফোটা পদার্থবিদ্যায় হার্ডট থেকে পিএইচডি করেছেন। এখন যাচ্ছেন সোনালগা হোটেলে। ক্রম ন্যায়ের চার শ' সাত। আপনি কি উনার সঙ্গে কথা বলবেন? আপনার পিএসকে বললেই সে কোন লাগিয়ে দেবে। অবশ্যই কথা বলব। কেন কথা বলব

না। উনার চিঠিটা দিন। পড়ি। এর মধ্যে সোনালগা হোটেলে লাইন লাগাতে বলছি।

ভিজি স্যারের মুখ কেমনে হয়ে গেল। শরীরের ভেতরের তেল চুইয়ে বের হওয়া শুরু হয়েছে। মশলির দৃশ্য। কণ্ঠস্বরটির সঙ্গে তাঁর টেলিফোনে কথাবার্তা হলো। কণ্ঠস্বর কী বললেন তখনও পারলাম না, তবে ভিজি সাহেবের তৈলাক কক্ষ কলম।

আপনার চিঠি পড়ে ভালো লাগল। বাংলা ভাষাকে আপনার মতো মানুষেরা সম্মান করবে না তো কখনও হবে? শব্দটাও সুন্দর বের করেছেন—ফুতুরি। তখন হয়েছে হুঁ নিয়ে। কলমের আশ্রয় আছে। আমার প্রস্তাব কাউন্সিল মিটিংয়ে তোলা হবে। আশা করছি পাস হয়ে যাবে। যদি পাস হয় তা হলে বাংলা একাডেমীর অভ্যন্তরে এই শব্দ চলে আসবে। আপনাকে অগ্রিম অভিনন্দন। আমি খুবই খুশি হব যদি একদিন সময় করে বাংলা একাডেমী ঘুরে যান।

আমার কাজ শেষ। ভিজি স্যারের দিকে তাকিয়ে বিনয়ে নিম্ন হয়ে বললাম, স্যার তাই। আপনার সঙ্গে কথা বলে বিমল আনন্দ পেয়েছি।

ভিজি স্যার বললেন, আচ্ছা আচ্ছা। আমি বললাম, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমান্য সেবা করার সুযোগ যদি দেন। আমি একটা নতুন শব্দ দিতে চাই। শব্দটা হলো 'ফুতুরি'।

ফুতুরি? ভিজি স্যার, ফুতুরি। এর অর্থ হবে ফুটুর ন্যাক হুঁ নিয়ে বাজানো বাদি। ফুটুর বাদি?

জি স্যার, ফুটুর বাদি। এটা বিশেষ্য। বিশেষ্য হবে ফুতুরিয়া। ডাকতিয়া বাদির মতো ফুতুরিয়া বাদি। শটিন কর্তার ডাকতিয়া বাদি গানটা কি তখনো? 'বাদি তখন আর কাজ নাই সে যে ডাকতিয়া বাদি।'

ভিজি সাহেব অল্পের মধ্যে তাকিয়ে আছেন। হিন্দাব মিলাতে পারছেন না। আমি হাত কলমের কলমেরে বললাম, কাউন্সিল মিটিংয়ে কণ্ঠস্বরটির 'ফুতুরি' শব্দটির সঙ্গে আমার 'ফুতুরি' শব্দটা যদি তোলেদে খুব খুশি হব।

কণ্ঠস্বরটি কে? হার্ডটের পিএইচডি ডাকতিয়া বাদি। সবাই তাকে 'বদু' নামে ডেলে। এই নামেই ডাকে। আপনি যদি তাকে মিটার বদু ডায়েল, উনি রান করবেন না। খুশিই হবেন। স্যার তাই।

হঠাৎ এং বসিষ্ঠান হঠাৎ অবস্থায় ভিজি সাহেবকে রেখে আমি বের হয়ে এলাম। ফুতুরির সঙ্গে ফুতুরি যুক্ত হওয়ায় তিনি বসিষ্ঠান বিপর্যস্ত হবেন—এটাই স্বাভাবিক। কোয়ারার আজ সকালটা ব্যাপারভাবে শুরু হয়েছে। তাঁর কপালে আজ সারা দিনে আর কী কী ঘটবে কে জানে।

আমার জন্যে মিনিটা ভালোভাবে শুরু হয়েছে এটা বলা যেতে পারে। দিনের প্রথম চায়ের কাপে একটা বদা মাছি পেয়েছি। মৃত মাছি চায়ের ভেসে থাকার কথা, এটা আকর্ষণীয়ের সূত্র আচ্ছা করে ভুবে ছিল। যা শেষ করার পর হাফ্ফান মজিটাকে আমি আকর্ষণ করি। চায়ের কাপে মৃত মাছি ইকিটবহ। চায়নিজ গুণবিদ্যায় যা শেষ করে কাপের তলার চায়ের পাতার নকশা বিবেচনা করা হয়। চায়ের পাতার যদি কোনো কীটপতঙ্গের আকার দেখা দেয়, তা হলে বুঝতে হবে আজ বিশেষ কোনো ঘটনা ঘটবে। আমার হাতে কাপের তলানিটি চায়ের পাতার কীটপতঙ্গের নকশা না, সরাসরি মাছি।

আজ শিখরি কিছু ঘটবে।

"হাসে মনে শেলার মাছি খুন করেছি" কবিরার লাইন বলে বাংলা একাডেমী থেকে বের হলাম। হাতের মুঠোয় ভিজি সাহেবের ব্যক্তিগত মোবাইল ফোনের নম্বর। পিএস সাহেব আজই করে লিখে দিয়েছেন। এই নম্বর হট লাইনের



নাচালের মতো। বত রাতেই কোন করা হোক, ডিভি সাহেব লাফ দিয়ে টেলিফোন ধরেন। তুতুরি তুতুরি নিয়ে তিনি কী পরিকল্পনা করেছেন মাঝে মাঝে টেলিফোন করে জানানত হবে।

আকাশে মেঘ আছে। মেঘ সূর্যকে কাবু করতে পারছে না। মেঘের ঝাঁকঝাঁক নিয়ে সূর্য উঠি নিচ্ছে, উদয়নে রোন ছড়িয়ে নিচ্ছে। গায়ে রোন মাথোতে মাথোত এগোচ্ছি।

কলকাতা ডিক্টরের সঙ্গে দেখা হলো। এরা কুক কুককে আমাকে দেখল, কাছে এগিয়ে এল না। ডিক্কা পাওয়ার ব্যাপারে ডিক্ককনের সিল্প দেখ হল হল হয়ে থাকে। এরা বরে ফেললেই আমার কাছে কিছু পাওয়ার আশা সেই।

কলকাতা বিজ্ঞান মূল্য মূল্যকন্যাকে দেখলাম। এসের নম্বর হাইডেট করে বসা ফাইলের নিকে, আমার মতো ভবতুরের নিকে না। তারপরেও একজন হোমোফো ভনিতো বলল, মূল নিবনে।

অমি বললাম, হি।

এমন ঘো হতে পারে যে বিশেষ ঘটনা ঘটবে বলে মনে হচ্ছে সেই ঘটনার প্রধান চরিত্র মূলকন্যা। মোরটার চেহারা মিষ্টি তবে হাতভর্তি কুলের কারণেও চেহারা মিষ্টি মনে হতে পারে। মূল হাতে নেওয়াবার যে-কোনো মোরটা মিষ্টি হয়ে যায়। একইভাবে বন্ধু হতে সুখী মহিলা পুলিশকেও কর্তৃক দেখায়। বন্ধুরের কারণেই দেখায়।

মুন্দের নাম কত ?

মুই টোকা দিল।

এত নাম। পাইকারি দর কত ?

মূলকন্যা আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে রেড লাইটে গড়িয়ে পড়া লাল হকের হাইডেট করার নিকে ছুটে গেল। অমি মূলকন্যা আজকের বিশেষ ঘটনার সঙ্গে এই মেয়ে যুক্ত না।

‘নাক বরাবর এগিয়ে যাওয়া’ বলে একটি ভুল কথা প্রচলিত আছে। নাক বরাবর অর্থ হলো সোজা যাওয়া। কেউ যদি ডানদিকে ঘিরে তার নাক ডানদিকে ফিরাবে, সে নাক বরাবরই থাকে। অমি একটি বিশেষ ভরিতে নাক বরাবরই গিয়েছি। বাজার মতকর ভুলে, নীপালী পাওয়া যাচ্ছে ভক্তবীর অমি ডানে মোড় শিখি। গোলকবীরা থেকে বের হতে হলে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। ঢাকা শব্দকে গোলকবীরা অবশ্য ইটাক-এই পদ্ধতি শেখায় আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে তা সেবা দেতে পারে। গোলকবীরা থেকে বের হওয়ার এই পদ্ধতি প্রাচীন মায়ামেটিশিয়ান কুলিন বের করেছেন। শেখারি অবশ্য তাঁর নিজের মায়ায় গোলকবীরা ঢুক যায়। তিনি পিষ্টল নিয়ে গুলি করে তাঁর মাথার খুলি গড়িয়ে দেন। পৃথিবীর সেরা অংকবিনদের হার সবার মাথায়ই এক পর্যায়ে জট লেগে যায়। তারা পাগল হয়ে যান। যারা পাগল হতে পারেন না তারা আত্মহত্যা করেন। অংকবিনদের জীবনে এই ঘটনা কেন ঘটে তা বন্ধু স্যারকে জিজ্ঞেস করে জানানত হবে।

ডানে মোড় নিয়ে এগুতে এগুতে আগে চোখে পড়ে নি এমনসব জিনিস চোখে পড়তে লাগল। একটি বীরের সোফান দেখতে পেলাম। বীরের জেতার মানান আকৃতির বীর। বীরদের সঙ্গে হুম্যানও আছে। সবগুলি বীর এবং হুম্যান বীরের জেতার শিকল নিয়ে বীরা। চোখের সঙ্গে মাথোতেই প্রতিটি বীর একসঙ্গে আমার নিকে ঢাকাল। তারা চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে না, তবে নিজস্বের মধ্যে চোখোচোখি করছে। বীরদের সোফানের মালিক সবুজ খুলি পোশাক হাতে টুনের উপর বসা। তার লোমশ পা। চোখ তাককের চোখের মতো কোটির থেকে বের হয়ে আছে। অমি বললাম, বীর কত করে ?

তাক্ক-চোখা বিকল গলায় বলল, বিকি হয় না।

বিকি হয় না তা হলে এতগুলি বীর নিয়ে সে বসে আছে কেন এই প্রশ্ন করা

হলো না। কারণ এই লোক লাঠি হাতে তেড়ে এসেছে। তার সোফানের সামনে কিছু ফেলপিসে জড় হয়েছে। বীরদের চেত্নি নিচ্ছে। তাক্ক-চোখা লোকের লক্ষ্য এইসব ফেলপিসে। শিতর দল তাক্ক থেকে নৌতে রাজা পার হলো।

তার আবার আসছে। এটাই মনে হয় তাদের খেলা।

একটা চায়ের সোফান পাওয়া গেল, আর সাইনবোর্ডে লেখা—‘স্পেশাল মালারি ডা’। বড় টিনের গ্লাসে করে চা সেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি গ্লাসের সঙ্গে পরিচায়ক কাগজ ভাঁজ করে সেওয়া, গরম টিনের গ্লাস ধরার সুবিধার জন্যে। এই চায়ের মনে হয় ভালো কাটতি। কিছু কাট্টিমার সোফানের বাইরে খুটপায়ে বসে চা খাচ্ছে।

একটা কেউসেবি পাওয়া গেল আর বাইরে লেখা—‘গোসলের সুবাবু’ আছে। পরিচায়ক গামছা সেওয়া হয়। মহিলা নিচ্ছে। ‘একবার এসে ভালোমতো খোঁজ নিতে হবে ব্যাপারটা কী।’ কেউসেবি গোসলের সুবাবু থাকার প্রয়োজনীয় পড়ল কেন ?

যদি নিয়ে সরিষা ভাজানোর প্রাচীন কল পাওয়া গেল। গরুর বমনে আখমরা এক খোড়কা যদি খোড়গায়ে। এসের সাইনবোর্ডটি চোখে পড়ার মতো—‘আপনার উপস্থিতিতে সরিষা ভাজাইয়া তেল করা হইবে। ঘণ্টা কুড়ি মাই।’

বোতল হাতে বেঁকিতে কয়েকজন বসে আছে। এরা নিশ্চয়ই নিজে উপস্থিত থেকে সরিষা ভাজিয়ে খাটি তেল নিয়ে বাড়ি ফিরবে।

বালাসেদের সবচেয়ে কম্পি তিনটি বাড়ির বাধান পাওয়া গেল। খাটি সরিষার হেলের মতো খাটি গরুর দুধের সম্মানে মনে হয় লোকজন এখানে আসে। কিংবা বাড়িরের নিয়ে যাওয়া হয় বাড়ি বাড়ি। খরিদারের সামনে দুধ সেওয়ানো হয়। তিনটি বাড়ির সামনেই খড় রাখা আছে, তারা বাচ্ছে না। হতাশ চোখে বাড়ির নিকে তাকিয়ে আছে। বাছুরগুলো একটি দূরে রাখা। তাদের চোখেও হাজারে কিছুপুতা।

ডানদিকে ঘোরা হ্রমণ একসময় শেষ হলো। এমন এক জায়গায় এসেছি ডানে ঘোরা উপায় নেই। অঙ্গুলি। শেষ হারে লালসানু সেওয়া মাজার পরিয়ে।

মনে হচ্ছে যে বিশেষ ঘটনা ঘটবে বলে সঙ্গত ভেবেছি মনে হচ্ছিল, সেই বিশেষ ঘটনা ঘটবে। ডানে তার ঘোড়ার উপায় নেই। আমার হ্রমণের সমাপ্তি।

মাজার মানেই কিছু হ্রমণ লোকজন উই হয়ে বসে থাকবে, কেউ কেউ মাজারের বেগি হয়ে বিভ্রান্তি করবে। খালা হাতে ভিত্তি থাকবে। সারা রাত গাঁজা খেয়ে চোখ উটকিতে লাল হওয়া খালি গায়ের কম্প দু’একজন থাকবে। এরা মাজারের খানেম না, তবে খানেমের সাহায্যকারী। এই মাজারে শূন্য। খানেমের ঘরে খানেম বসে আছেন। আর কেউ নেই। সম্ভবত অঙ্গুলিতে মাজার হওয়ার কারণে নাম ফাটে নি।

খানেমের চোখ খানেমের গাভিরের মতোই বিখণ্ড। তিনি সবুজ রঙের পাঞ্জাবি পরেছেন। মাথা পাগড়ি আছে। পাগড়ির রঙ সবুজ। বহন খাটের মতো হবে। মাড়ি বেশি নিয়ে রাখানো। খানেমের চোখেরে দুর্বল থাকে, ইনার নেই। বরং চেহারা খানিকটা অস্বাভাবিক আছে। খানেম মোবাইল ফোনে কথা বলছেন। তাঁর মাথার উপর লেখা—‘কাকাবারার গরম মাজার’।

এই লেবার নিয়েই লাল হরকে লেখা, ‘শকটমার হইতে সাবধান।’

অমি খানেমের নিকে এগিয়ে গেলাম। তিনি ভীড় সূত্রে ঢাকানেন। মোবাইল ফোন কানে ধরেই বলছেন, সোয়া খায়ের কভার জাখা বা নিকে। মহিলারা যাবেন ডানে। দানবার মহিলা-পুরুষেরে আলসা। অমি ধী নিকে ঢুকেই দানবার পেলাম। ‘লোডকা সে লোডকা কা ও ভাবীর’ মতো দানবারের তালো বড়। দান বান্নে



সেবা 'শু' অর্থৎ পুরুষদের।

বাক্যাব্যয় সম্ভবত বালক ছিলেন। বেশি জোরে ছোট কবর উপর এক সময় গিলাফ ছিল, বৃষ্টির পানিতে ভিজলে রোদে পুড়ে বিলাফ নানা কতকগুলি নিয়ে সেঁটে বসেছে। মাজারের পাথরে কাছে দর্শনার নিম গা। কতকগুলি শহরে এই গাছ ভাগ্যমতো শিকড় বসিয়ে ছাড়ে। সৌন্দর্যে বলমূল করেছে। এত বড় নিমগাছ আমি আগে দেখি নি। নিমগাছের একটি প্রকারের নাম মহানিম। মহানিম বটবৃক্ষে মতো একাধ হয়। এটি হরকোবা মহানিম।

খাসেমের মোবাইলে কথা কথা শেষ হয়েছে। তিনি হাতের ইশারায় আমাকে ডাকলেন। আমি বিনীত ভঙ্গিতে তাঁর সামনে দাঁড়লাম। তিনি পঞ্জীর গলায় বললেন, পবিত্র কোরান শরীফে শহরতানের নাম কতবার আছে জানো?

আমি বললাম, জি-না।  
তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, বাহানুবাব। এর মরতবা জানো? জি-না।

শরতান এমনই তিনিস যে স্বয়ং আল্লাহ পাককে বাহানুবাবের তার নাম নিতে হয়েছে। আমাদের চারিদিকে শরতান। তার ঢালেকেরা রক্তের তেতরে। বুকেই?

জি।  
খাসেম হঠাৎ গলার স্বর পাঠে বললেন, আমার পক্ষে মাজার ছেড়ে যাওয়া সম্ভব না। একটা চা খাওয়া প্রয়োজন। তুমি কি আমাকে এক কাপ চা খালাত পাঠাবে? গলির মাঝায় একটা চায়ের সেকেনস আছে, আবুলের চায়ের সেকেনস। আমার কথা বলল চা নিয়ে। টাঙ্কা দিবে না।

হুজুর, চায়ের সাথে আর কিছু খাবেন? টোট বিকুট, কেক?

সিমেট বাব। একটা সিমেট নিয়ে আসবে।  
আমি বললাম, সিমেট কি আবুল ভাই মাগনা দিবে? নাকি খরিস করতে হবে?

হুজুর আরে সিমেট না, খরিসকটা বিকুর হবে সেলেন। এর অর্থ আবুল ভাই চা মাগনা দিলেও সিমেটের দিলে না।

আবুল ভাইয়ের চেয়ার মনে রাখার মতো। মানুষের কিছু দাঁড় খুঁসে থাকে থাকে-পায়ে, উনার প্রায় সবকিছই মুখের বাইরে। মুখের বাইরে থাকার কারণেই মনে হয় দাঁড়ের বন্ধ বেশি। প্রতিটি দাঁড় ঝকমক করছে। হুজুরের জানে মাগনা চা নিতে এসেছি তখন তিনি কিং হয়ে সেলেন। অতি অশালীন কিছু কথা বললেন। অশিক্ষার কারণেই হয়তো বললেন। পরম চা শরীরের এক বিশেষ প্রবেশদ্বার নিয়ে ঢুকাকে বললেন। আমাকে চা এবং টোট বিকুট নগদ টাকায় কিনতে হলো।

হুজুরের সামনে চা, একটা টোট বিকুট এবং এক প্যাকেট বেনসন এড হোজেন রাখলাম। সিমেটের প্যাকেট সেজে হুজুরের চেয়ারা কোমল হয়ে গেল। তিনি নরম গলায় বললেন, বাবা ম্যাড এন্থে? আমি বললাম, জি হুজুর।

তোমার উপর আমি নিলবোশ হয়েছি। আমার যেমন নিলবোশ হয়েছে বাক্যাব্যয়ও সন্তুষ্টি হয়েছে। উনার সন্তোষ আর কেউ না বুকেও আমি বুঝি। কোমর কোনো মানত থাকলে বাক্যাব্যয়বাবে বসো। আমি নিজেও সোয়া বশপায়ে দিব। আছে কোনো মানত?

জি আছে। বাংলা ভাষার দুটা শব্দ ঢুকতে চাই।

হুজুর চায়ে চুমুক দিয়ে সিমেটে বসতে বসতে বৃষ্টি নিয়ে বললেন, দুটা কেন পশটা ঢুকতে? কোনো সমস্যা নাই।

বাবার মরবারে এসেছে, খোলা রাখবা কাবা কপ্প না। যা চাবা অধিক চাবা।

হুজুরের মোবাইলে কি একটা ফোন করতে পারব?

অবশ্যই পারবে, তবে কথা অল্প বলবে। বেশি কথা আমাদের নইকী সাল্লালাহু আলেসে সালামও পছন্দ করতেন না।

আমি বাংলা একাডেমীর ডিগ্রি সাহেবেকে টেলিফোন করলাম। তিনি পঞ্জীর গলায় বললেন, কে বলছেন?

আমি অতি বিনয়ের সঙ্গে বললাম, স্যার আমার নাম হিন্দু। সকালে আপনার সঙ্গে দুটা নতুন শব্দ নিয়ে কথা হয়েছে। একটা সুতুরি আরেকটা ভুতুরি। ভুতুরি শব্দটার বাংলায় দুটা চন্দ্রবিন্দু লাগবে। ভুতুরি বিষয় তো, এইজন্য চন্দ্রবিন্দু। শব্দটা হবে 'ভুতুরি'। ডিগ্রি সাহেব লাইন কেটে দিলেন।

বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আমি হুজুরের সামনে বসে আছি। হুজুর সিমেটে টানতে টানতে বৃষ্টি দেখছেন। তার চেয়ারার উনাসচল চলে এসেছে। আমি বললাম, হুজুর, আরেক কাপ চা কি আনব?

হুজুর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, প্রয়োজন নাই। তুমি কি পা টিপতে পাও?

আমি বললাম, আমরা বাঙালি। বাঙালি আর কিছু পাকক না-পাকক পা টিপতে পাও? হুজুরের পা কি টিপে দিব?

হুজুর উনাস গলার বললেন, নাও। মুকবিলের পা দাবাবোর মধ্যে সোয়াব আছে। মুকবিলের সঙ্গে আনবের সঙ্গে কথা বলাতেও সোয়াব। জন্মের সময় আল্লাহপাক প্রত্যেকের নাম ব্যাংকে একটা সোয়াবের একাউন্ট খুলে দেন। আমাদের কাজ হলো একটিকে সোয়াব রজা দেওয়া। বুকেই?

আমি হুজুরের পা দাবাতে গিয়ে দেখলাম, তার দুটা পা হাঁটুর উপর থেকে কাটা। পা কাটা মানুষের সঙ্গে জ্ঞাত থাকে। ইনার সেই বলে কাটা পা'র বিষয়টা একতখন করতে পারি নি। তা ছাড়া লুপ্তিও কারনা করে পরেছেন। লুপ্তির শেষ প্রান্তে সায়েল আছে।

আমি বললাম, হুজুরের পা কাটল কীভাবে?

হুজুর নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আল্লাহর হুকমে পা কাটা গেছে। এর সঙ্গে ডাকাতের বদমাইলিও আছে। ডাকাতের কাছে শরতান খোঁজা নিয়েছে। শরতানের আঁখিওমায়া ডাকাতর আমর দুটা ঠাং কেটে ফেলে দিয়েছে। একটা কাটলেও চলত।

আমি বললাম, অবশ্যই নাই আমার চেয়ে কানা মায়া ভাগো।

হুজুর লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, কাটা ঠাং আমাকে সের নাই, এটা একটা অফসোস।

কাটা ঠাং নিয়ে করবেন কী?

কবর নিবার জন্য চেয়েছিলাম। কবর বিতাম। ঠাং শরীরের একটা বড় অংশ। এর কবর হওয়া প্রয়োজন।

হুজুরের পা নাই, পা কীভাবে দাবাবে বুকেতে পারছি না। হুজুর বললেন, পা কাটা পড়ছে কিছু বাবা বেননা ঠিকই আছে। পা নাই তার পরেও কাবা বেনো। আতুল পর্যন্ত ভটকট করে। পায়ের আতুলগণা আগে সুটীয়ে নাও। অনুমান করে দেখলে আতুল থাকার কথা দেখলে টান নাও, আতুল কোটামোর শব্দ তলবে। সুবই আসনক ঘটনা।

আমি হুজুরের অনুশা পা দাবাছি। অনুশা আতুল টানছি। অবিশ্বাস্য হলেও সচি, আতুল টানার সময় কট করে একটা আতুল সুটল।

হুজুর বললেন, আতুল কোটার শব্দ তলবে?

জি।  
আচলক হয়েছে?  
জি।  
আল্লাহপাকের আজিব বিশ্ব বুকেতে গেছে?  
বুকার চেঁচায় আছি।  
এইসব দেখেও কেউ কিছু বুকে না।





মুর্শের মতো বলে, অগ্ন্যাহ নাই, বেহেশত-সোজা নাই। বলে কি না বলে? বলে।

এই ধরনের কথা বলে এমন কাউরে যদি পাও আমার কাছে নিয়া আসবা, অগ্ন্যাহপাকের কেরামতি বুঝবে নিম। তোমার জানামতো এমন কেউ আছে?

একজন আছে। তার নাম বশু। তিনি বলেন, ইহুদ নাই, অগ্ন্যাহ নাই।

হুজুর কুতীল সিয়ারেট ধরতে ধরতে বলেন, ইহুদ নাই বলে এটা ঠিক আছে। ইহুদ হিন্দুদের বিষয়। তবে অগ্ন্যাহ নাই যে বলে এটা ভুলের কথা। তাকে আমার কাছে নিয়া আসবা, অগ্ন্যাহ গুলারে তারে খাওয়ায়ে নিম। বনমাইশ।

হুজুরের কথা শেষ হওয়ার আগেই তার আরেকটা অনুশা আতুল ফুটল।

হুজুর কুতীমাবা গলায় বললেন, তসনে?

জি।

আপের চেয়েও শব্দে ফুটেছে, ঠিক না?

জি ঠিক।

অগ্ন্যাহপাকের কেরামত বুঝতে পারছ?

অমি পা দাবাতে দাবাতে বললাম, অগ্ন্যাহপাকের না, আপনাবাটা বুঝেছি। অমি বনম অনুশা আতুল টান সেই তখন আপনি মিলেই হাতের আতুল মটকান। সেই শব্দ হয়। মালিক প্রথমবার কথা ঠিক আছে খিঠীয়বার ঠিক না। খিঠীয়বার ধরা খেতে হয়।

হুজুর বিম্বর হয়ে গেলেন। অমি তার অনুশা পা দাবাতেই থাকলাম। দুটি থেমে গেছে তবে এখন বের হওয়া যাবে না। গলিতে ইটুপনি। অসেনা গলির কোষায় মানহোল কে জানে। ইটুতে গেলে মানহোলে ঢুক অশুশ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।

হুজুর গলা ঝাঁকরি দিলেন। আমি বললাম, কিছু বলবেন?

হুজুর বলেন, তুমি পা দাবাহ আগাম পান্ছি। তোমার উপর সমানে সেরা বকসে মিলি।

ভালো করেয়েন।

তোমার মধ্যে একটা ঢালকা চতুর হেল। আমার সবকোরে। আসে একজন ছিল হেফিম। ভায়ে বর্মে ভাগে ছিল। কোরোতের গলা চমখতার। মাজারের শিয়াকানুন জানে। কী করলে মাজারের আয় হয় তাও জানে। জানবে না কেন, মাজারে মাজারে বাসেদের আনিসটেটিপির করাই তার কাজ। হেফিম কী করেছে শোনে, নানবাকের তালো ভেঙে টাকাপয়সা নিয়ে পালায়ে গেল। অমি মাফ করতে গিয়েও করি নাই। অগ্ন্যাহপাকের দরবারে নালিশ দিয়ে দিয়েছি। ইশারার গোয়েছি অগ্ন্যাহপাক নালিশ করুল করেছেন। এখন যে-কোনো একদিন সেবা যাবে, হেফিম এসে আমার পা চাটুয়ে।

অমি বললাম, আপনার তো পা নাই, চাটুয়ে কীভাবে?

হুজুর হতশ গলায় বললেন, সেটাও একটা কথা। পা না চাটলেও হেফিম আমার ঘনি আসে, অগ্ন্যাহ চায়, অগ্ন্যাহ করে নিম। নবীরায়ে একবার জিজ্ঞাস করা হলো, হুজুরে পাক। শূণমনকে কতবার অগ্ন্যাহ করব? নবীরাই বললেন, এখন নাকার সত্তর বার। ভালো কথা, তুমি কি আমার এবানে চাকরি করবে?

বেতন কত দিবেন?

হুজুর বিরক্ত গলায় বললেন, মাজারের বাসেদের চাকরিতে বেতন জিজ্ঞাস করা মাজারের প্রতি অসম্মান। বলে আত্মপক্ষিকৃত্যাম।

আত্মপক্ষিকৃত্যাম।

তোমাকে মাজারের আয়ের অংশ দিব।

মাজারের কোনো আয় আছে বলে তো মনে হয় না।

হুজুর বলেন, কথা সত্য। এখন আয় নাই। নানবাক বলতে গেলে খালি। একটা জিনিস খিদ্দাল রাখতে হবে। মাজারের চত্রের সাথে যোগাযোগ। চত্রের কারণে জোয়ারভাটা হয়। মাজারের জোয়ারভাটা আছে। এখন ভাটা চলতেছে।

আপনি তো দুপুরে কিছু খান নাই। খাবাদাওয়ার ব্যবস্থা কী?

অগ্ন্যাহর উপর ছেড়ে দিয়েছি। উনি একটা শূশশা দিবল। সেববা সন্ধ্যার পর কোনো ভক্ত খানা নিয়া চলে আসবে। অনেকবার এ ব্যবস্থা হয়েছে। বন্ধ নাই, বারী নাই নিয়ে বাড়ির খানা আসে। আতিকার খানা আসে, সুন্দর খন্দের খানা আসে। সন্ধ্যা পর্যন্ত থাক, সেবা কী হয়।

অমি সন্ধ্যা পর কললাম। মাজার কাট নিলাম। নানবাকের উপর দুলা বসেছিল, দুলা পরিহার করলাম। মাজারের ভিতর পানি জমেছিল, পানি বের করার ব্যবস্থা কললাম। হুজুর বলেন, মোমবাতি জ্বালাও। বেজোত সংখ্যার জ্বালতে হবে, কিন অথবা পাঁচ। অগ্ন্যাহ একা বলে তিনি বেজোত পছন্দ করেন।

তা হলে একটা জ্বালাই?

জ্বালাও, একটুতেও চলবে।

রাত আটটার দিকে সম্বেহজনক চেহারা একজন মাজারে ঢুকল। মাজারের পেছনে ঝিড়িয়ে কিছুক্ষণ বিড়িভিত করে চলে গেল। হুজুর বলেন, নানবাকের কিছু নিয়েছে?

অমি বললাম, না।

হুজুর চাপা গলায় বলল, বনমাইশ।

রাত দশটা বাজল, খানা নিয়ে কাউকে আসতে সেবা গেল না। হুজুরের নির্দেশে নানবাক খোলা হলো। ভাড়াতি পয়সা আর নেট মিলিয়ে একাত্তর টাকা পাওয়া গেল। হুজুর বলেন, দুই ট্রেট খুনা খিড়ুটি আর হাঁসের মাসে নিয়ে এসে। খুটি বালানার গিলে খুনা খিড়ুটির উপর জিনিস নাই। রাত কুড়িক হয়ে গেছে, তুমি খেতে যাও। বিদ্যাদা বালিশ সবই আছে। কেরিম-বিদ্যাদা-বালিশ নো নাই। রাত বাবেটার সময়, অমি জিনিসের কলন, আমার সঙ্গে জিনিসের সমিচি হয়ে পান। বাবেতের একটুটা সোয়াব রাখবে। কি রাকি তাইর।

জি হুজুর।

রাত দুম ভাগেই যদি সেবা অস্বাভাবিক লগা কিছু মানুষ মাজারে দাঁড়ায়েছে, তখন তাগ খাবা না। এরা ইদানস না, জীন। মজুরের বেশ পরে আসে, মাজারে মাজারে নামাজ পড়ে।

হুজুর খুব আরাম করে খুনা খিড়ুটি খেলেন। খিড়ুটি খেতে খেতে বলেন, পাতের আতুল ফেটার বিষয়ে তুমি বা বলবে তা ঠিক আছে। অমি কাযাদা করে হাতের আতুল ফেটাই। তবে তলতে পাতের আতুল ফুটতো। তার হাতে নিয়া মিখা বলব না। তিন মাস ফুটেছে তারপর বন্ধ। আমার কথা কি খিদ্দাল করলো?

জি হুজুর।

আমার সাথে থেকে যাও, আমার সেবা করো, হিনিমতের অনেক বাতেনি জিনিস তোমাদের শিখারে নিব। পরী সেবেছ কখনো?

জি-না।

অমি ইচ্ছা করলে পরীর সাথে মুছাপাকের ব্যবস্থা করে দিতে পারি। তবে জীন পরীদের কাছ থেকে দুয়ে টাকা জাঙ্গে। 'অগ্ন্যাহহুয়া ইদ্রী আউম্বিকা মিনাল খুদুনি আল বাবাযিত'।

এর অর্থ কী?

অর্থ হলো, হে অগ্ন্যাহপাক! দুই পুরুষ জীন এবং দুই মহিলা জীনের অন্তি থেকে অমি আপনাবা আশ্রয় প্রার্থনা করছি। পরী হলো মহিলা জীন।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুঠিও বাড়তে







আমি বোঝ নিতে পারি।

আমি ইতস্তত করে বললাম, একাত্তরীতে আমার বিলুপ্ত কি কোনো কথাবার্তা হয়?

দবির বলল, আপনার বিলুপ্ত কী কথাবার্তা হবে? আপনি হচ্ছেন হার্ডকোর অনেট।

আমি বললাম, থাকে দ্যা।

দবির বলল, তবে 'বাংলার ঐতিহ্য চেপা টটকির একশত রেসিপি' বইটি যে আপনি স্রেমে ছাপার জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছেন এটা নিয়ে কথা হবে। পরবর্তিকায় দেখা হবে।

আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম। দবির বলল, চেপা টটকির লেখক আরও একটা পাণ্ডুলিপি জমা দিয়েছেন, 'রবীন্দ্রনাথ এবং গ্রাম বাংলার ভর্তাভক্তি'। সে দুটা বইয়ের

রয়েলটির টাকা আভ্যন্তরীণ চায়। রয়েলটির টাকা পরিশোধ করার জন্যে মহারীর জোরালো সুপারিশও আছে।

আমি বললাম, ও আচ্ছা আচ্ছা। আমার বিলুপ্ত কতিন যত্নসহ প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। বাংলা ভাষায় নতুন শব্দ, বাংলার ঐতিহ্য চেপা টটকি সব এক সুতর গাঁথা মালা। 'এ মহিষ আমার নহি সাজে'।

ও

মাইকেল এঞ্জেলো বলেছেন, "মেয়েদের সবচেয়ে সুন্দর দেখাও তার কেঁসে ফেলার আশ্রয় মুহুর্তে।"

মাইকেল এঞ্জেলোর কথা সঠিক হতে পারে। মাজেনা খালার বসার ঘরের সোফায় রোয়া-পাতলা এক তরুনী বসে আছে। সে হালকা সবুজ রঙের শাড়ি

দীঘল শক্ত চুলের বাঁধনে ধরে রাখুন প্রিয়জনকে



অগোঁটা

১০১১

০৫৭



সেখতই পাকি, কিছু কেন ?

সব সোয়াল জেগে নতুন ইন্টারিয়র হয়ে। ঘরে আলো-হাওয়া খেলবে।  
অমি বললাম, আমার আলো-হাওয়ার দরকার নেই। তোমার যদি দরকার হয় তুমি বাঁশপাছে চড়ে বসে থাকো। পেট্টী কোথাকার!  
খালু সাহেব বইয়ে মন গিলেন। বইয়ে খুব ইন্টারেস্ট কিছু দিকটাই শেষেছেন। নিজের মনসই বললেন, Oh God!

খালা একবারে গৃহভাণ করলেন। আমরা ভিনজান রাস্তায় সেমে এলাম। ঘর থেকে বের হওয়ার আগে খালা শোবার ঘরে ঢুকলেন। খালু সাহেবকে বললেন, এই যে খালি, আর কিছু এ বাড়িতে ঢুকবে না। আমার বাবার কলম, আমার খাত কলম।

খালু সাহেব বই থেকে চোখ না তুলেই বললেন, তমেন আনখ পেলাম, Go to hell.

বাড়ির গেট থেকে বের হয়ে আমরা এখন ফুটপাথে। প্রবল ইন্ডেক্সনার কারণে খালা স্যাতেল না পরে খালি পায়ে বের হয়ে এসেছেন। এবং এই মুহুর্তে তিনি ভয়ঙ্কর কোনো নোংরা জিনিসে পা নিজে দাঁড়িয়ে আছেন। খালা কীসে কীসে গলায় বললেন, ও হিনু কিসে পাড়া দিলাম!

অমি বললাম, মনুঘাবজ্ঞা পা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছ।  
মনুঘাবজ্ঞা আবার কী ?  
সহজ বাংলায় 'ত'।

খালা হুঁ হু জাতীয় শব্দ করলেন। তুতুরি ভিলবিল করে হেসে ফেলল। অমি অবাক হয়ে লম্ব করলাম, এই মেয়ের হাসির শব্দ মধুর বিধান। ববীন্দ্রনাথের কাহ্ন—“কাহারও হাসি ছুঁরির মতো কাটে। কাহারও হাসি অশ্রুজলের মতো।” হিনু না হয়ে অন্য যে কেউ হলে অমি এই মেয়ের প্রেমে পড়ত যেতাম। হিনু হয়ে পড়ছি বিপদে।

খালা বললেন, দাঁড়িয়ে মজা দেখখিস নাকি ? পা ধোয়ার ব্যবস্থা কর। সানান আন, পানি আন। সাধারণ সাবানে হলে না, কুপলিক সাবান আন। সরাসরি খিনখিন করছে। খেঁসলেন কখন।

ফুটপাথে বোম্বাঙ্কে পোপল ব্ল্যাক-ব্ল্যাক করে।  
পাখা কবো বলিস না, ব্যবস্থা কর।

খালা আবার-ভাঙিটোকা বললেন। তিনি একটু পিছনে দূরত্রে চেয়েছিলেন, নির্বিক্রম কষ্ট তার অন্য পায়েও লেগে গেছে। তিনি চোখ মুখ কুঁচকে বললেন, কোন হারমজালা ফুটপাথে হাণে ?

মানবকর্তার সাধারণ নিয়ম হলো, অঘোর দুর্ঘণা দেখে অমনখ পাওয়া। খালাকে ঘিরে ছোটখাটো ভিক্টোরি হয়েছে। নানান মন্তব্য শোনো যাচ্ছে। একজন হাসিমুখে বলল, সিন্ধু, ওয়ে পাড়া গিরে বাড়ারে আছেন কেন ? সরে দাঁড়ান।

খালা প্রস্তুতকারী সিকে অগ্রিমুটি ফেলেন আমাকে বললেন, দাঁড়িয়ে মজা দেখখিস কেন ? সাবান-পানি নিয়ে আসতে বললাম না!

অমি বললাম পকেটে একটা ছোট্ট দুটাকার নোটও নেই। তুতুরি বলল, আমার কাছে টাকা আছে। চলুন যাই।

আমরা রাস্তা পার হলাম। আশপাশে কোনো দোকান দেখতে পাকি না। একজন চাওলায়াকে দেখা গেল চা বিক্রি করছে। গরম চা নিয়ে পা খোঁজা ঠিক হবে কি না তাও বুঝতে পারছি না। অমি তুতুরিকে বললাম, সবচেয়ে ভালো হিমা খালাকে ফেলেন আমাদের দুইজনের মুখকে চলে যাওয়া।

তুতুরি বিম্বিত গলায় বলল, কেন ?  
অমি বললাম, খালা পদনো-বিশ সিন্ধি আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে। আমাদের স্মিগতে না দেখে বাধ্য হয়ে নিজের আপার্টমেন্টে ফেরত যাবেন।

খালা-খালুর মিলন হবে। এই মিলনের নাম মধুর মিলন না, ত মিলন।  
আপনি তো অন্ধুত মানুষ, তবে আপনার কথা সত্যি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। চলুন দুজন মুখকে চলে যাই।  
হাওয়ার আগে তোমার পকে কি সম্ভব আমাকে এক কাপ গরম চা খাওয়ানো? চাওলায়াকে দেখে চা খেতে ইচ্ছে করছে।  
তুতুরি ভুরু কুঁচকে বলল, আমাকে হঠাৎ তুমি তুমি করে বলছেন কেন ?

অমি বললাম, সাত কনম পাশাপাশি হাঁটলেই বন্ধুত্ব হয়। আমরা এক শ' কনম বেঁটে ফেলিয়ে।

আমাকে ন্যা-করে আপনি করে বললেন। চা খেতে আপনার কত লাগবে ?

পাঁচ টাকা লাগবে। চায়ের সঙ্গে একটা টোট বিকিট খাব। টোট বিকিটের নাম দুটাকা। কী দুটাকা। সব মিলিয়ে নটাকা। সকালে নাজা না খেয়ে বের হয়েছি।

তুতুরি বলল, আমার কাছে ভাঙিট নটাকা নেই। একটা এক হাজার টাকার নোট আছে।

অমি বললাম, নটাকার জন্য কেউ এক হাজার টাকার নোট ভাঙাবে সে রকম মনে হয় না। তারপরেও চোটা করা যেতে পারে।

আপনার কি চা খেতেই হবে ?

অমি হ্যা-সুসক মাথা নাড়লেন। তুতুরি অবাক হয়ে আমাকে দেখছে। অমি বললাম, এক প্যাকেট সিগারেট কিনে নিলে এক হাজার টাকার ভাঙি পাওয়া যাবে।

তুতুরি বিম্বিত গলায় বলল, অমি আপনাকে এক প্যাকেট সিগারেট কিনে দিব।

আমাকে না, আমার বসকে। আমার বস হলেন পীর বাচ্চাবাবা মাজারের ঘাসেন।

আপনি মাজারে কাজ করেন ?

হি। হুজুরের পা নাবাঁহি। মাজারে রক্তপোষ নিয়ে পরিষ্কার করি। সন্ধ্যাবেল মোমবাতি-আগরবাতি জ্বালাই। কোনো কথা আপনি কি আমাদের মাজারের জন্য সুখের একটা ডিজাইন করে দিতে পারেন ? এমন একটা ডিজাইন হবে যে মাজারের তোকালাই আধ্যাতিক অব হবে। মন উদাস হবে। স্মিতির স্মিতির হৃদয়ের অনুভবে মন বিস্ময় হবে।

অমি পীর বাচ্চাবাবা মাজারের ডিজাইন করবে ?

আপনারা আর্টিস্টেরা যদি স্ট্রেলিপাশের ডিজাইন করতে পারেন, মাজারের ডিজাইন করতে অসুবিধা কী ? পৃথিবী বিখ্যাত আর্টিস্টেরা মাজার ডিজাইন করেছেন।

তুতুরি চোখ সজ করে বলল, কয়েকজনের নাম বলুন।

অমি বললাম, ইশা আফেখি।

তুতুরি বলল, অমি অর্কিটেকচারের ছাত্রী। ইশা আফেখির নাম এখন জনশ্রুতি।

অমি বললাম, তাহমহল সন্ডাট সাজাহাণের গ্রীর মাজার ছাত্রী কিছু না। তাহমহলের ডিজাইন করেন ইশা আফেখি। তিনি সন্ডাটের চোখ এড়িয়ে গায়ে তার নাম লিখে গেছেন।

তুতুরি বলল, এই কথা জলকাম না।

অমি বললাম, অটোমোব সন্ডাটো একজন আর্টিস্ট ছিলেন, তার নাম হিমা। এই নাম তো আপনার জ্ঞানার কথা।

হ্যা জাদি। উনার ডিজাইন আমাদের পাঠ্য।

সিনান অনেক মাজারের ডিজাইন করেছেন। এখন বলুন, আপনি কি আমাদের মাজারের ডিজাইন করে সেবেন ?



তুতুরি বলল, আসুন আপনাকে চা বাগানটি, পিয়াপেটও কিনে নিছি।  
সত্যি কি আপনি মাজারে কাজ করেন? আমি কি আপনার মোবাইল  
টেলিফোন পেতে পারি?  
আমার কোনো মোবাইল ফোন নেই। আমার হজুরের নামঘরটা রেখে  
সিন। হজুরের নামঘর টেলিফোন করলেই আমাকে পাবেন, নামঘর সিন।  
তুতুরি শব্দ গলায় বলল, সিন।

8

তুতুরি  
আমি এই মুহুর্তে একটা সাড়ে বরিশতাজা নোকানের সামনে দাঁড়িয়ে  
আছি। নোকানে সবই শব্দরা যায়। চা বিক্রি হচ্ছে, বিকিট-কলা বিক্রি  
হচ্ছে, পান-পিয়াপেট বিক্রি হচ্ছে, বাতাসের খেলনা বিক্রি হচ্ছে, এক  
কোনায় কনডম সাজানো আছে।

আমার সামনে হিন্দু নামের একজন চায়ে টোট বিকিট ভুড়িতে খাচ্ছে।  
চায়ে দুটুকু দেওয়ার আগে সে কণ কণ করে বড় একটা সাধারণ নিমিয়ে  
থেকে ফেলবে। চা, টোট বিকিট, কলা আমি তাকে কিনে নিয়েছি। এক  
পালাও কেনেন এত খেয়ে পিয়াপেট তার জন্য কিনছি। এই পিয়াপেট  
সে নিয়েছে তার বনের জন্যে। এই বন নাকি পীর বাঘাবাবা নামের এক  
মাজারের বাসনে। হিন্দু নাকি সেই বাসনের দ্বিমতগার, সহজ ব্যাংকার  
চাকর। বিঘড়টা আমার কাছে যেতেই খটখট মনে হচ্ছে। আমি গ্রার  
নিশ্চিত হিন্দু আমার সঙ্গে চালবাজি করছে।

পুরুষদের জিনে নিশ্চয়ই চালবাজির বিঘড়টা প্রকৃতি চুকিয়ে দিয়েছে।  
গ্রাণীজগতে নারী গ্রাণীদের ভোলাদের জন্যে পুরুষেরা নানান কৌশল  
করে। ন্যায়নিষ্ঠ করে, ফেরোমেন নামের সুগন্ধ বের করে, নানান রূপ  
শরীর পাঠায়। মানুষের প্রকৃতিতে এই সুবিধাগুলো নেই বলে সে চালবাজি  
করে মেয়েদের ভোলাতে চায়। তাদের গ্রহণ চেষ্টা থাকে আশপাশের  
তরুণীদের ভূগিরে এবং চমকে দিয়ে তাদের নৃত্য আকর্ষণ করে। হিন্দু তা-  
ই করছে। গ্রহর সুযোগ্যই সে আমাকে 'ভুনি' ডাকা শুরু করেছিল, আমি  
তাকে 'আপনি'য়ে ডিগিয়ে দিয়েছি।

স্থাপত্যবিদ্যের কিছু জানে নিয়ে তরুতে সে আমাকে বানিকটা চমকে  
দিয়ছিল। সেই চমক এখন আর আমার মধ্যে নেই। এখন আমি নিশ্চিত  
স্থাপত্যবিদ্যার বিদ্যে তার কোনো জ্ঞান নেই। সে নিশ্চয়ই তার মায়েরা  
খালার কাজ থেকে আমার কথা শুনেছে। শোনার কথা কারণ এই বুড়ীনা  
রমণীর স্বভাব হচ্ছে বকরবকর করা। মহিলা আশ বাড়িয়ে অবশ্যই হিন্দুকে  
নানান গল্প করতেন। হিন্দু ইন্টারনেট খেঁটে কিছু তথ্য জেনে এসেছে  
আমাকে চমকে দেওয়ার জন্যে। ইন্টারনেটের কল্যাণে মূর্খরাও এখন  
সবজ্ঞার মতো কথা বলে।

সে মাজারের বাসনের সেবারেও—এই তথ্যও আমাকে দিয়েছে  
চকচকানোর জন্যে। সে আমাকে মাজারের একটা ডিজাইন করতে বলছে—  
এটা আগেই ট্রিক করে রেখেছে। আমি কিছুটা হলেও তার কাঁপে পড়েছি।  
কারণ সে মাজারে ঢাকরি করে এটা বিশ্বাস করছে। বোকা মেয়েরা  
এইভাবে কাঁপে পড়ে এবং একসময় ফাঁদ থেকে বের হতে পারে না।

আমার কসঙ্গে জীবনের এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবী শর্মিলা এমন একজন  
কাঁপে পড়েছিল। যিনি ফাঁদ পেতেছিলেন, তিনি আমাকে অংক স্যার জরি  
খবদার। জরি খবদার সুপুরুষ ছিলেন না কিন্তু সুকণ্ঠ ছিলেন। অংক  
ভালো শেখাতেন। অংকের সঙ্গে সঙ্গে অতুত অতুত গল্প করতেন। তার  
গ্রামের বড়ির পুকুরে নাকি একটা মাছ  
আছে, সেই মাছের মুখ দেখতে অকিলক  
মানুষের মতো। স্যার বললেন, তোমরা  
কেউ দেখতে অজহী হলে আমার সঙ্গে  
যেতে পারো। আমার সবাই বললো, স্যার  
দেখতে চাই দেখতে চাই। মুখে বলা  
পড়ইল, স্যারের বাড়ি বরিশাদের এক

গ্রামে। সেখানে গিয়ে মানুষের মতো মাছ দেখার গ্রন্থ ওঠে না।  
শর্মিলা আলোচনা করে স্যারের সঙ্গে যোগাযোগ করল এবং কাউকে কিছু  
না জানিয়ে মানুষের মতো মাছ দেখতে গেল। সে সাত-আট দিন স্যারের  
সঙ্গে থেকে ফিরে এল, তারপর পরই ইন্টারনেটে তার বৌনকর্মের ডিভিও  
চলে এল। ডিভিওতে তার পুরুষসঙ্গী সে জরি স্যার তা বোঝা যায় না।  
কারণ পুরুষসঙ্গী স্যারের ভাবেই অন্ধকারে নিজের হোঁচা আঁকল করেছিল।

শর্মিলা দুই হাইল ডারমিকাম খেয়ে আত্মহত্যা করে। দুই হাইলের  
কথা আমি জানি কারণ ডারমিকাম কেনার সময় আমি তার সঙ্গে ছিলো।  
বাতে খুম হয় না বলে এতগুলো ডারমিকাম সে কিনেছিল। স্যারের সঙ্গে  
তার কী হইছিল শর্মিলা সবই আমাকে জানিয়েছিল। স্যারের এক  
বন্ধুও বৃত্ত ছিল। সেই বন্ধুর গ্রোথ কাটা এবং খুঁটনিয়ে একটা দান। বন্ধুর  
নাম পরিমল এবং তার বন্ধু পরিমল নিতাই আরও অনেক বেকুব মেয়েকে  
মানুষের মতো দেখতে সেই অতুত মাছ দেখিয়েছেন। তিনি একটা কোরিং  
সেটারও তরু করেছেন। কোরিং সেটারের নাম 'মাছ হাইল'। মাছ  
হাইলে মেয়ের সংখ্যাই বেশি। স্যারের জন্যে সুবিধাই হয়েছে।

কোরিং সেটারে আমি একদিন তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলো।  
তিনি অত্যন্ত ভালো ব্যবহার করলেন। শর্মিলাও মুগ্ধসংকল তখন যাবত  
গলায় বললেন, আরো কীভাবে মারা গো! যুগের গ্রন্থ থেকে মারা গেছে  
তখন তিনি হতাশ গলায় বললেন, মেয়েগুলো এত বোকা কেন? মৃত্যু  
কোনো সজিদান হলো। লাইফকে কেন করতে হয়।

আমি বললাম, স্যার শর্মিলার খুব ইচ্ছা ছিল আপনার গ্রামের বাড়ির  
পুকুরের মাছটা দেখতে, সেটার খুম দেখতে মানুষের মতো।

স্যার বললেন, এই শব্দ ছিল জানতাম না তো। জানলে নিয়ে যেতাম।  
আমি বললাম, আমাকে কি নিয়ে যাবেন স্যার? আমারও খুম শব্দ।

স্যার বললেন, সত্যি যেতে চাও?

আমি বললো, অবশ্যই। তবে গোপনে যাব স্যার। জানাজানি যেন না  
হয়। আমাকে গোপনে মানুষ কো খাওয়া, আপনার সঙ্গে যাবি তারপরও  
নানান কথা উঠবে।

স্যার বললেন, তোমার টেলিফোন নামের বোঝে নাও, ব্যবস্থা করতে  
পারলে খবর দিবে। কোরিং সেটার নিয়ে গ্রামে ক'লেগে অছি, সময় বের  
করাই সমস্যা।

কট করে একটা সময় বের করবেন স্যার ট্রিক।

স্যার বললেন, একটা কাজ করা যায়, এখন বাই রোডে বরিশাল  
যাওয়া যায়। একটা রিকশা পাড়ি কিনেছি, সকাল সকাল রতনা দিলে  
রাত আটটা সাড়ে আটটার নিকে পৌঁছে যাব। এক রাত থেকে পরদিন  
চলে এলাম, ট্রিক আছে? ওই বাড়িতে আমার মা থাকেন। ছুটি রাতের মা'র  
সঙ্গে দুইমো।

আমি বললাম, এক রাত কেন। আমি কয়েক রাত থাকব। কত দিন  
গ্রামে যাই না।

স্যার বললেন, তোমরা শহরের মেয়েরা গ্রাম থেকে ঘুরে ঘুরে গেল  
এটা একটা আফসোস। গ্রামে যেতে হয়। ফার গ্রন্থ ন্যা মেডিং ক্রাউড।  
আমার এক বন্ধু আছে, নাম পরিমল। একটা কোরিং সেটারে বাংলা  
পড়ায়। বললো সিনে একবার সে গ্রামে যাবেই।

আমি বললাম, হ্যাঁ সুইট।

স্যার বললেন, পরিমল ট্যালেণ্টেড মেলে। বাংলা একাডেমী থেকে  
তার বই বের হচ্ছে—বাংলার ঐতিহ্য সিঁরিজের বই। একটার কম্পোজ  
চলছে, সে প্রফ দেখছে। আরেকটার  
পারফর্মি জমা পড়েছে।

বলেন কী স্যার!

তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব।  
কথা বললে তোমার ভালো লাগবে। তার  
মাখার নতুন আইডিয়া এসেছে—ডাকার  
মাজার। এই নিয়ে বই লিখছে। তার ইচ্ছা





জানি।

‘তুতুরি আমার মেজাজ নাম। কিশোরটির মেখে বের করেছে। এর অর্থ সাপুড়ের বঁশি। বঁশি ব্যালসেই সাপ কথা তুলে নাচবে। সাপ নাচাতে আমার ভালো লাগে।’

শিএইচিওকালো আমি নামের অর্থ জানি না তখন বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন বলে মনে হলো। তিনি বললেন, বঁশি নাম রেখেছেন তিনি নিশ্চয়ই জানেন। তোমার বাবা কিংবা মা।

‘আমি বললাম, তারা দুজনই মারা গেছেন, আমার বরস যখন তার তখন। তাদের নামের অর্থ জিজ্ঞাস করা হয় নি।’

‘উনি আরও বিভ্রান্ত হলেন এবং বললেন, আমি নামের অর্থ বের করার চেষ্টা করব। তুমি আমার হোটেলের নাথের টেলিফোন করে জেনে নিয়ো।’

এইবার ধলের বিজল বের হতে শুরু করেছে। ‘হোটেল টেলিফোন করে জেনে নিয়ো’ নিয়ে ধলের মুখ খোলা হলো। এরপর বলবে, হোটেল চলে এসো, গল্প করব।

‘আমি একদিন পরই হোটেল টেলিফোন করে বললাম, আমি তুতুরি। তিনি বললেন, তুতুরি কে?’

‘এটা এক ধনের খোঁজ। কবিতা এরকম যেন নামও তুলে গেছি।’

‘আমি বললাম, আপনার সঙ্গে মিসেস মাজেরার বাসায় দেখা হয়েছিল। আপনি আমার নামের অর্থ জানতে চাইলেন, অর্থ বলতে পারলাম না।’

‘ও আচ্ছা আচ্ছা। তুমি হলে ভিজাইসে গোল্ড মেডেল পাওয়া আর্টিস্ট।’ আমি তোমার নামের অর্থ বের করছি। অর্থ হলো সাপুড়ের বঁশি।

‘আমি বললাম, কী ভয়হীন!’

‘উনি বললেন, ভয়হীন কিছু না। সুন্দর নাম। তোমার নাম থেকে আমি একটা আইডিয়া পেয়েছি, এটা চলবে তোমার ভালো লাগবে। চলতে চান?’

‘আমি অস্বাভাবিক ভিত্তি করছি এমন ভাবিয়ে বললাম, অবশ্যই চলতে চাই স্যার। আমার নাম থেকে আইডিয়া পেয়েছে। বিরাট আইডিয়াবাক্ত চলে এসেছেন। আইডিয়া তো একটাই—মেখে পটায়ে আর্টিস্ট।’

‘উনি বললেন, তুতুরির সঙ্গে বিল রেখে নতুন একটা শব্দ তৈরি। এ।’

‘তুতুরি। আমি ভালোম শব্দটা বাংলা ভাষার সুকিরে নিলে কেনম হয়। তুতুরি হলে তুমি নিয়ে বাজানো হয় এমন সব বাসায়বেরে ‘কমন সেন’। আমি বাংলা একাডেমীর ডিরেক্টর এই বিষয়ে একটা চিঠি লিখলাম।’

‘আমি অর্থাৎ হওয়ার মতো করে বললাম, ডিরেক্টর সাহেব কি চিঠির জবাব দিয়েছেন?’

‘না। তবে উনি টেলিফোন করেছিলেন। উনি বললেন নতুন এই শব্দটা কন্ট্রোল মিটিয়ে তোলা হবে। কন্ট্রোল পাশ করলে বাংলা ভাষার একটা নতুন শব্দ হুক হবে।’

‘আমি আনন্দে লাফাছি এমন ভঙ্গি করে বললাম, স্যার বলেন কী, বাংলা ভাষার আপনার একটা শব্দ চলে আসছে! মনে মনে বললাম, আরও গল্প বলার ছাড়াটা পাও নি। বাংলা একাডেমীর ডিরেক্টর শিশি বান।’

‘তুমি নতুন শব্দ লেবে আর বাংলা একাডেমীর ডিরেক্টর তা নিয়ে নিবেন। তা হলে আমি বাব বাব কেন? আমি একটা শব্দ সেই ‘তুতুরি’। তুতুরি হলো বনপুঙ্খ।’

‘বাসায় ফেরার পথে ভাবলাম মাজেরা নামের বোকা মহিলার অবস্থাটা মেখে বাই, সে কি এখনো হাতের উপর নীড়িয়ে আছে? থাকলেই ভালো হবে, উচিত শিখা। এই মহিলার কারণে হার বাই আমাকে শেঠী বলার স্মৃতি সেবিয়েছে, বাপায়ে তুলে বসে থাকতে বলিয়ে। মাজেরা নামের এই মহিলার উচিত সারা জীবন হাতের উপর নীড়িয়ে থাকা।’

মাজেরা বেগম

‘আমি অনেক বন ছেলে দেখেছি, হিমুর মতো বন এখনো দেখি নাই। ভবিষ্যতে কোথেনি দেখব ভাও মনে হয় না। আরে তুমি দেখেছিস আমি হাতের উপর নীড়িয়ে আছি। সাধান-পানি আনতে নিয়ে উঠাও হয়ে গেলে? মেয়েটা তার সঙ্গে গেছে, আমি নিশ্চিত এখন হিমুর শিশুনে কিশনে মেয়ে তুলবে। হিমু তাকে জাদু করে ফেলবে।’

‘হিমুর কাজই হলো জাদু করা। আমাকেও জাদু করেছে। জাদু না করলে তোকে আমি প্রশ্ন নেই? রাজ্যের ধূলাবালি মেখে পশে পশে হাটে। এই তোরা পা নিয়ে আমার ঘরে ঢেকে। আমি তো কখনো কখনো না, যা বাধকম থেকে পা খুঁজে আর। বরং বলি নোশতা পেয়ে এসেছি।? যা বাবার টেলিফোন বোলে। কী বহি বল। দুখ-কলা নিয়ে দুখলোও কালসাপ কালসাপই থাকে।’

‘আচ্ছা, বাংলাদেশের মানুষদের কি কাজকর্ম নাই? তোরা আমার চারদিকে গোল হয়ে নীড়িয়ে আছিস কেন? একজন বোনের মতো নীড়িয়ে আছে—এটা দেখার কিছু আছে? তোরা কি জীবনে হাত সেপে পাবে হাটে? গ্রহিনিনই তো বাধকম বাস। নিজের হাত সেপে না? টিক আছে নীড়িয়ে আছিস নীড়িয়ে থাক। চুপচাপ থাক। নানান রাজের কথা বলার মরতার কী? একজন চোখ-মুখ তখনা করে পাশের জনকে বলল, ‘খালো! খালো!’ হাতের উপরে বাড়ুয়া আছেন।’ আরে বলের বাচ্চা, কাঁচা ও পাকা ও আবার কী? বাগড়ানো মরতার।’

‘আমি নীড়িয়ে আছি তো নীড়িয়েই আছি। হিমুর দেখা নাই, তুতুরিরও দেখা নাই। আমি এখন কী করব? শরীর উন্টিয়ে বসি আসছে। বসি করলে আমার চারপাশের পালকিরের সুবিধা হয়। তারা মজা পায়। বাংলাদেশের মানুষদের মজার খুব অভাব।’

‘যখন তুতুরিলাম বন হিমু কিভাবে না, তখন লম্বা-অপমান তুলে নিজের এপার্টমেন্টে ডিরে বাওয়ার সিঁদ্বান্ত নিলাম। গোপনে বাধকমে ঢুকব। দেশের বেরে হয়ে আসব। মনে মনে বলছি, যে অস্বাভাবিক মানুষটির সঙ্গে কেন দেখা না হয়। মরতা যেন খোলা পাই। যদি সেই মরতা খোলা, যদি মানুষটির সঙ্গে দেখা না করে বের হয়ে আসতে পারি তা হলে একটা দুর্ভাগি ছাড়া পাই। কিশনে কতটা বাধ্যবাধ।’

‘মরতা খোলা ছিল, ঘরে ঢুকে অর্থাৎ হয়ে দেখি মানুষটা ইজিয়েয়ে কাত হয়ে আছে। গড়শত শব্দ হচ্ছে। হাট আটকি না-কি? আমি বললাম, তোমার কী হয়েছে? সে জবাব দিতে পারল না, মোড়ানির মতো শব্দ করল। তার সারা শরীর ঘামে ভেজা। মাথায় হাত নিয়ে দেখি মাথা বরকেন মতো ঠাণ্ডা।’

‘আমি তাকে কীভাবে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম তা বলতে পারব না। মহাবিশ্বের সময় সব এলোমেলো হয়ে যায়। মোবাইল ফোন খুঁজে পাওয়া যায় না, হাসপাতালের টেলিফোন নাথের বের খাওয়া লেখা সেই বাচ্চা খুঁজে পাওয়া যায় না, ঘরে তখনই শুধু কাশ টাকা থাকে না, ড্রাইভার বাসার থাকে না আর থাকলেও গাড়ি ঠাঁট নেয় না। গাড়ির চাবি লক হয়ে যায়।’

‘হাসপাতালে ডাক্তাররা যখন মানুষের টমাসটমির মতোই বলল। নতুন নতুন গুণধর বের হওয়ার যমের শক্তি কমে গেছে। এক সময় ডাক্তার বলল, মনে হয় বিপদ কেটে গেছে। ম্যাসিক হাটম্যাসিক হয়ে গেছে। আর দশ মিনিট সেই হলে রোগী কীভাবে দুসলাখা ছিল। আপনার হাজরাত কাগ্যবান হতুম।’

‘হঠাৎ মনে হলো, হিমু সাধান-পানি নিয়ে আসে নাই বলে মানুষটা বেঁচে গেল। হিমু কি কাজটা জেনে তখন করেছে? ফুটপাট কাঁচা করে পাকা না পড়লে আমি চলে যেতাম। মানুষটা হাট আটকি হয়ে মরে পড়ে থাকত। মানুষটির বেঁচে থাকার শেষে ফুটপাটের হাতের বিরাট ভূমিকা। এই দুনিয়ার অল্পত হিসাব-নিকাশ। কী থেকে কী হয় কে জানে।’





আমি সিঁপিট-র সামনের বেকিতে বসি। রাত তিনটার উপর ব্যছে।  
ভাঙার এসে বলল, আপনার হাস্যবোধের জ্ঞান কিচ্ছে। আপনার সঙ্গে  
কথা বলতে চাচ্ছে।

আমি মানুষটার দিকে তাকিয়ে আছি। মানুষটা এমন অদ্ভুত চেয়ে থাকে।  
কী যে মনে লাগছে। সে খুব লম্বা বলল, ময়েলা ভালো আছ।

আমি বললাম, আমি যে ভালো আছি তা তো দেখতেই পারছ। তুমি  
কেমন আছ।

সে বলল, বুকের ব্যাটা নাই।

আমি বললাম, কথা বলতে হবে না। চোখ বন্ধ করে ঘুমাও।

সে বলল, মরে টরে যদি যাই, একটা কথা তোমাকে বলা দরকার।  
তুমি এটা জানো না। যে আপার্টমেন্টে আমরা থাকি সেটা তোমার নামে  
কেন। উত্তরকে আমার আরেকটা আপার্টমেন্ট আছে। সেটাও তোমার  
নামে কেন। তোমাকে বলা হয় নাই, সরি।

এখন ঘুপ করে চো। কল্যাম।

সে বলল, তোমার এপার্টমেন্টে সেরাল টেবল ভেঙে কী করতে চাও  
করবে। আমার বলার কিছু নাই। এ মেয়ে তুতুরি না কী যেন নাম তাকে  
কাজ শুরু করতে বসে।

তোমার শরীর কি এখন যথেষ্ট ভালো বোধ হচ্ছে।

হঁ। তপু খেল সেলে সমস্যা হয়েছে। তুমি যে সেট মাঝে তার গছ  
পাকি না। তোমার গা থেকে কঠিন গঠের গছ পাকি।

মানুষটার কথা শুনে মনে পড়ল, আমি নোহো পারেরি ছোট্টটি  
করি। এখন পর্যন্ত পা খোয়া হয় নি।

ও

বলু সারের ঘরের দরজা সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। ভেতরে কী হচ্ছে  
বাইরে থেকে উঁকি দিয়ে দেখা যায়। আমি উঁকি দিয়েই বলু সারের বালিশের  
হিস, ট্রিক পেট ইন। সারের সোফার বসে আসেন, আমাকে তার দেখার  
কথা। তার নামের আনন্দও নেই যে আপনার আমাকে দেখছেন। সব  
মানুষই কিছু হলো নিয়ে জন্ম।

আমি ঘরে ঢুকতেই সার বসলেন, গত রাতে ভয়ঙ্কর এক কান্দো  
গোছে। কী হয়েছে মন নিয়ে পানো। তুমুতে গেছি রাত দশটা একশ  
মিনিটে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম। তুমের মধ্যে বস্তু দেখলাম আমি ইলেকট্রন হয়ে  
গেছি।

ইলেকট্রন হয়ে নিউক্লিয়াসের চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছিলেন।

অনেকটা সে রকম। তবে আমি কথা হিসেবে ছিলাম না। ভরল  
হিসেবে ছিলাম।

ইলেকট্রন হওয়ার পর আপনার ঘুম ভাঙল।

না, আমি সারা রাত ইলেকট্রন হিসেবেই ছিলাম। এখানে-ওখানে  
ছোট্টটি করেছি। বর্ণনা করার বাইরের অবস্থা।

ব্রেকফাস্ট করেছেন সার।

এক মগ গ্লাস কফি পেরেছি। ঘুম ভাঙার পর থেকে আমি চিন্তায়  
অস্থির। ব্রেকফাস্ট করছি কী।

আমি বললাম, যে যে লাইনে থাকে তার হপুটিং সেই লাইনেই হয়।  
মাছ যে বিক্রি করে, তার বেশির ভাগ হপু হয় মাছ নিয়ে। কই মাছ, পুঁটি  
মাছ, বোলল মাছ। আপনি ইলেকট্রন  
মোটন নিয়ে আছেন, এইজন্য ইলেকট্রন  
মোটন হপু দেখছেন।

বোকার মতো কথা বলবে না হিমু।

আমি ইলেকট্রন মোটন হপু দেখছি না।

আমি ইলেকট্রন হয়ে যাচ্ছি। মাছওলা

কখনোই হপু সেম না সে একটা বোলল

মাছ হয়ে গেছে। বলা সে সেমে।

সেই সম্ভাবনা অবশিষ্ট কম।

ইলেকট্রন হয়ে যাওয়া যে কী ভয়ঙ্কর তা তুমি বুঝতেই পারছ না।  
চিন্তা করতে পারো আমি একটা গরত ফাশোন হয়ে গেছি। গরত ফাশোন  
কী জানো।

জি-না সার।

কাগজ কলম আনো, চেষ্টা করে দেখি তোমাকে বোঝাতে পারি কি  
না।

জটিল অঙ্ক আমার মাথায় ঢুকবে না সার।

বোকার মতো কথা বলবে না। অঙ্ক মোটেই জটিল কিছু না। অঙ্ক  
খুবই সহজ। অঙ্কের পেশনের কিছু থাকে জটিল।

পরবর্তী আধা ঘণ্টা আমি অনেক রকম অঙ্ক দেখলাম। সার বাড়ায়  
অনেক অতিক্রমিক করে এক সময় নিজের অঙ্কে নিজেই অবাক হয়ে  
বসলেন, এটা কী।

আমি বললাম, কোনটা কী।

সার কাগজ বিসেন না। নিজের অঙ্কের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে  
আছেন। তিনি একজন আমাকে অঙ্ক বোঝাচ্ছিলেন না। নিজেই  
বোঝাচ্ছিলেন। আমি বললাম, সার আপনার মাথার নিটু আঙা নিটুর রূপ  
নিশ্চয়। চলুন নিটু ছুটানের ব্যবস্থা করি। কোরমত চাচার কাছে যাবেন।

সার লেখা থেকে চোখ না তুলে বসলেন, কর কাছে যাব।

কোরমত চাচার কাছে। উনি হাসি-তামাশা করে আপনার মাথার নিটু  
ছুটানে বিসেন।

সার বসলেন, আমি একটা বিষয় নিয়ে চিন্তা করছি। এখন আমাকে  
বিরক্ত করবেন না।

জি স্যার।

ঘুপ করে বসে থাকো, নড়বে না।

আমি ঘুপ করে বসে আছি। সারের হাতের কলম। তিনি কলম নিয়ে  
কিছু লিখতে বসছেন। আমার না নির্ধে বলম হাতে সরে আসছেন। আমি  
মোটাটুকু মুখ হেরেই তার কলম তুললাম দেখছি।

হিমু, তুমি অধ্যাপক কাইনম্যানের নাম কচ্ছে।

জি-না সার।

তিনি ইলেকট্রন নিয়ে ডিরাক (Dirac)-এর মূল কাজ পরীক্ষা করতে  
গিয়ে অদ্ভুত একটা বিষয় দেখতে পান। তিনি ডিরাকের সমীকরণ সমস্বের  
প্রবাহ উদ্ভা করে দেখলেন, সমীকরণ যে রূপ নেয় ইলেকট্রনের চার্জ উল্টে  
সিলেও একই রূপ নেয়। অদ্ভুত না।

আপনি যখন বসলেন তখন অবশ্যই অদ্ভুত।

আমি বলব কেন। কাইনম্যান নিজেই বলেছেন, অদ্ভুত।

জি তুমি বুঝতে পারছি।

কেন অদ্ভুত সেটা বুঝতে পারছ।

জি-না সার।

অদ্ভুত, কারণ এই সমীকরণের সমাধান বলছে ইলেকট্রন সমস্বের  
উল্টোমিক চলে যাবে।

সার বলেন কী।

তুমি 'সার বলেন কী' বলে যেভাবে চিন্তার করলে, তা থেকে  
পরিহার বুঝতে পারছি তুমি কিছুই বুঝতে পারো না। অবশি তোমাকে  
দেখ দিচ্ছি না। আবারোই বিষয় বোঝা  
যা না। তুমি কি আমার একটা উপকার  
করবে।

অবশ্যই করব।

দরজার বাইরে নীচেরে থাকবে।  
তুতুরি নামের একটা মেয়ের কিছুক্ষণের  
মধ্যেই আমার এখানে আসার কথা। সে

দীর্ঘাল শক্ত চুলের বীধনে

ধরে রাখুন প্রিয়জনকে



তুই  
ওই শক্ত চুলের বীধনে

অগোষ্ঠিত

১৮শে মার্চ ২০১১

০৬০



ধরাসেন কেন? রোজা নই হবে না?

বৌদ্ধাচার্য কিছুতে রোজা নই হয় না। গড়ির বৌদ্ধ নাকে গেলে রোজা নই হয় না। ফুলের গন্ধ নাকে গেলেও রোজা নই হয় না।

এই জাতীয় কোনো মসলা কি আছে?

এটা আমার মাসলা। চিন্তাভাবনা করে বের করেছে। এখন বাধা যাও, এক কাপ চা এনে দাও।

চা খেলে রোজা আড়বো না?

চায়ের গন্ধটা নাকে দিব। চায়ের গন্ধের সঙ্গে সিগারেট খাব। আরেকটা মাসলা পোনে, তুষ্টির সাথে কিছু খেলেও রোজার সোয়াব দেখা হয়।

আপনি তো হজুর প্রভুর সোয়াব জমা করে ফেলেছেন।

হজুর বলসেন, তা করেছে। একতরফে একটা বড় সোয়াব করাই যথেষ্ট। ব্যাংক টাকা যেমন বাড়ে, আল্লাহর ব্যাংক সোয়াবও বাড়ে। লাইলাতুল কবরে আল্লাহপাক সব জমা সোয়াব ডাবল করে দেয়। বিরাট সোয়াব একটা করেছে বৌবন বরসে।

কী সোয়াব?

এটা কাঁচা যাবে না। সোয়াবের গন্ধ করলে আল্লাহপাক সঙ্গে সঙ্গে সোয়াব অর্জন করে নেন। দুইজনের সঙ্গে গন্ধ করলে সোয়াব অর্শিষ্ট থাকে চাইরের এক অংশ। তিনজনের সঙ্গে গন্ধ করলে থাকে মাত্র আটের এক অংশ।

আপনি কারও কাছেই কী সোয়াব করেছেন এটা বলেন নাই?

নাহ। সোয়াব ঘনটুকু করেছে। যাও বাবা, চা-টা নিয়ে আসো, তুষ্টি করে সিগারেট খেয়ে আরেকটা সোয়াব হাসিল করি। যা করে তুষ্টি পাওয়া যায়, তাতেই সোয়াব।

#### পানসেন পীর বাচ্চাবাবার মাজার

হিমু অল্প করছে। অল্প করলে সেবে মনটা খারাপ হয়েছে। অনেক কুলজারি। ডান পা আসে বুকে জাম্পার বাম পা। সে কথোবে উপা। কিসবার কুলি করার জায়গার সে করেছে চাববার। হাতের কনুই পড়ি আরও পনি শৌয়েছে বলে মনে হয়-না। এইসব বর্বরোচ্ছন্ন আল্লাহপাক পছন্দ করেন না। হিমুকে ধরে ধরে সব শিখাতে হবে। সে হেসে ডালো। অনেক-কায়দা জানে। আমার প্রতি তার অনেক নজর আছে। রোজা রেখেছি গুনেই আমার মোবাইল নিয়ে কাজে যেন বলল, হজুর রোজা রেখেছেন। হজুরের জানো ইফতার আর খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে।

হিমু টেলিফোন কেবল নিয়ে বলল, হজুর ডালো খাবারের ব্যবস্থা করেছে। বিছিন্নিলাহ হোটেলের বাবুটি কোরাম চায়া নিজে খানা নিয়ে আসবেন।

আমি বললাম, হিমু তুমি এমন এক কথা বলছে যে আল্লাহপাক গোছা হয়েছে। খাবারের ব্যবস্থা তুমি করো নাই। খাবারের ব্যবস্থা করেছেন আল্লাহপাক। তুমি উদ্বিগ্ন মার। বালো আত্মপক্ষিকার।

হিমু বলল, আত্মপক্ষিকার।

বালো, সোবাহানগ্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আকবর।

সে তুষ্টি নিয়ে বলল, সোবাহানগ্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আকবর।

আচ্ছা এখন যাও কাজকর্ম করে। সে

ঝাটী নিয়ে মাজার পরিষ্কার করতে লাগল।

এই হেলের উপর আমার মিলখোশ

হয়েছে। আমি তাকে গোপন কিছু জিনিস

শিখিয়ে দিব। যেমন কজারের নামাজের পর

তিনবার সূরা হাদসের শেষ তিন আয়াত

পড়লে সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্যে

সোয়া করবে। বিরাট ব্যাপার।

আমি যে সোয়াবের একটা কাজ করেছি—এটা আমি হেলোটাকে ব্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। খটখটাতা হলো, অনেক বছর আগে আমি খুটখাট নিয়ে হুটিং। হুটখ সেবি একটা ব্যক্তি মেয়ে রাস্তা পার হচ্ছে আর তার নিকে ট্রাক আসছে। মেয়েটা ট্রাক দেখে নাই, আমি মেয়েটার উপর কীপ নিয়ে পড়লাম। মেয়েটা বাঁচল, ট্রাকের চাকা চলে গেল আমার পায়ের উপর দিয়ে। দুটা পা শেষ। অর্শিষ্ট যা হয়েছে আল্লাহপাকের হুকুমে হয়েছে। ট্রাকচালকের এখানে কোনো সোম নাই। তার উপর আল্লাহপাকের হুকুমে হয়েছে ট্রাকের চাকা আমার পায়ের উপর দিয়ে নিতে। সে নিয়চ্ছে। তার কী শেষ?

মেয়েটার নাম জয়লাব। নবী এ করিমের স্ত্রীর নামে নাম। অনেক দিন মেয়েটার জানো সোয়া খাবার করা হয় না। আসে নিরমিত সোয়া করতাম।

আবার চকু করা হয়েছিল। অনেক জানা সোয়া করলেও নেকি পাওয়া যায়।

আমর ওয়াক্কে হিমুর পরিচিত এক অঙ্গলোক এসে উপস্থিত। মাশায়াহ অত্যন্ত সুন্দর চেহারা। সুন্দর চেহারা আল্লাহপাকের নিয়মত। হযরত ইউসুফ আলহেসে সালামের সুন্দর চেহারা ছিল। অঙ্গলোককে দেখে হিমুর ব্যক্ততা মোখে পড়ে মনটা ভালো হয়ে গেল। মানুষকে সন্ধান এইভাবে নিতে হয়। যে অনেক সন্ধান দেয়, আল্লাহপাক তাকে সন্ধান দেয়।

হিমু বলল, স্যার এখানকার টিকানা কোথায় গেলেন?

অঙ্গলোক বললেন, টিকানা কীভাবে জোপাড় করেছে এটা জানা কি অত্যাশ্চর্য?

হিমু বলল, জি-না স্যার। আপনাকে এত অস্থির লাগছে কেন?

অঙ্গলোক বললেন, দুপুরে কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়েছিলাম। আবারও সেই জিনিস।

হেসেকট্রন হয়ে গেলেন?

হ্যাঁ, তবে চার্জ নেগেটিভ না হয়ে পজেটিভ ছিল। অর্থাৎ আমি হয়েছি পজিট্রন। ভায়াহে ব্যাপার!

ভায়াহে কেন?

পজিট্রন হলো ইলেকট্রনের এন্টি ম্যাটর। পজিট্রন ইলেকট্রনের দেখা পেলেই এন্টিহিলেট করবে। এখন কারিনাকে ইলেকট্রনের ডাকছি।

পজিট্রন হয়ে আমি হয়ে অস্থির—কখন না ইলেকট্রনের সঙ্গে দেখা হয়। আমার বসবাস বুঝতে পারছে?

জি স্যার। তবে সবুজ বাঁকায় বলে বোঝানো অবস্থা। স্যার কোনো বাওয়ালাওয়া কি করছেন?

না।

সকালের ব্র্যাক কফির পর আর কিছু খান নাই?

না।

মাগরেবের ওয়াক্কে ইফতার চলে আসবে, তখন হজুরের সঙ্গে ইফতার করবেন।

হজুরটা কে?

পীর বাচ্চাবাবা মাজারের প্রধান বাসেন।

আমি লঞ্চ করলাম হিমুর স্যার সন্ধ্যের দুটিতে আমাকে দেখছে।

আমি বললাম, জানাব। আসসালামু আলাইকুম। উনি বললেন, ডায়ালইকুম সালাম। কিছু মনে করবেন না মাজারের বাসেন হিসেবে আপনার কাজটা কী?

পীর বাচ্চাবাবার মাজার রক্ষা করাই আমার কাজ।

মাজার কীভাবে রক্ষা করেন?

আমি বললাম, আপনি যে-কোনো কারণেই হোক অস্থির হয়ে আসেন। আপনার আত্মা কই পাচ্ছে। আত্মা শান্ত হোক, তখন কথা বলব।

অঙ্গলোক বললেন, আত্মা বলে কিছু নাই।

আমি হাসলাম। এই বুঝাক কী বলে?







হুতুম'। তার হুতুম মানুষের উপর যেমন আছে, মশামাখির উপরও আছে।  
আমি বললাম, মশার কয়েল জ্বালানো তো তা হলে ঠিক হবে না।  
মশার আত্মকে কই দেওয়া হবে।

হুতুম বললেন, প্যাচের ধপ্প করবা না। আত্মহত্যা প্যাচ পুছন করেন না।  
উনার দুনিয়ার কোনো প্যাচ নাই। প্যাচ যদি থাকত হঠাৎ দেখতাম  
আমদায়ে কাঁঠাল ফলে আছে। বর্ষাকালে বুড়ি নাই, শীতকালে বুড়ি কত  
ভুতল। দলীর মিঠা পানি হঠাৎ হয়ে যেত পোনা। আবার সাগরের পানি  
হয়ে যেত মিঠা। এ ককম কি হয়।

জি-না।

আমি বস্তু স্যারের পায়ের কাছে মশার  
কয়েল জ্বাললাম। তার মাথার নিচে বাসিল  
ছিল না, একটা বাসিল দিয়ে নিলাম। হুতুম  
বললেন, তোমার যদি বিড়ি-সিগারেট  
খেতে ইচ্ছা হয়, আমার দিকে পিছন ফিরে  
খেতে ফেলবা। দেশজাতীয় খাদ্য খাওয়া

ঠিক না। খাওয়ার পর পর বলবা, আত্মাধিকন্তু। এতে সেখ কটা যাবে।

জি আছে হুতুম। তকরিয়া।

আমরা মোবাইলটা কোমারে দিয়া নিলাম। প্রায়ই এই নম্বরে কোমারে  
চায়। আমার টেলিফোন করার ইচ্ছা নাই। আত্মহত্যা করে মোবাইল নাম্বর  
কি জানো।

জি-না হুতুম।

উনার মোবাইল নাম্বর হলো ২৪৪০৪।

বলেন কী।

এই নাম্বারে মোবাইল দিলেই উনার  
পাওয়া যায়। ২ হলো ফজরের দুই ফজল  
নামাজ, ৪ হলো জোহরের চারি রাকাত  
ফরজ নামাজ, আরেক ৪ হলো আসরের  
চার রাকাত, তিন হলো মাগেরের তিন  
রাকাত আর এশার চার রাকাতের চার।  
এখন পরিবার হয়েছে।



জি ছদ্ম্বর।  
প্রতিদিন একবার উনার মোবাইল করবা। দেখবা সব ঠিক।  
ছদ্ম্বরের কাছ থেকে উপহার হিসাবে মোবাইল হাতে নেওয়ারমাত্র সিং  
হাতে লাগল।  
আমি ছাড়াও বলতেই ওপাশ থেকে তুতুরি বলল, হিমু।  
আমি বললাম, শশা চিনে ফেলল।  
তুতুরি বলল, চিনেছি। এই মুহুর্তে আপনি কী করছেন?  
তোমার সঙ্গে কথা বলছি।  
সেটা বুঝতে পারছি। কথা বলার আগে কী করছিলেন?  
স্বাক্ষরের মাধ্যমে নিজে বালিশ নিলাম। বালিশ ছাড়া ঘুমাইলেন তো।  
স্বাক্ষর মানে কি পদার্থবিদ্যার পিএইচডি?  
হ্যাঁ।  
উনি মজা করে ঘুমাইলেন?  
হ্যাঁ।  
আন্যদিকের ব্যাপার আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। স্বাক্ষর কি সত্যিই  
মজা করে ঘুমাইলেন?  
এসে দেখে যাও।  
যাতে আসব না। সম্ভাব্য পর আমি ঘর থেকে বের হই না। জোরবেলা  
আসব। ততক্ষণ কি স্বাক্ষর থাকবেন?  
থাকবে কথা।  
আমি আপনাকে বিশেষ একটা কারণে কলিকলেন করছি। আমার  
জনা ছোট একটা কাজ করে দিতে পারবেন?  
পারব, কী কাজ?  
আপনি তো অনুমান করে অনেক কিছু বলতে পারেন। অনুমান করুন।  
আমি আপনার কাছে একটা জিনিস চাইছি। জিনিসটার প্রথম অক্ষর 'বি'।  
বিচালি চাইছি। বিচালি দিয়ে কী করবে?  
বিচালি আমার কী?  
আমার বড়। বড় সেটা বাম।  
আপনি ইচ্ছা করে আমার সঙ্গে বসিকতা করছেন। আমি বিশ্বাসি।  
বিঃ। Poison.  
কী করবে? বাবে?  
না আমার স্যারকে খাওয়াব। পটনিয়াম সায়ানাইড জোপাড় করে  
দিতে পারবেন?  
কোথায় পাওয়া যায়?  
কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরিতে পাবেন।  
বাজারে যে সব বিখ পাওয়া যায় তা নিয়ে হবে না? হিমুর মারা বিখ,  
ধানের পোকাক বিখ।  
না। এইসব বিখের স্বাদ ভয়ঙ্কর ভিত্তা। সুখে নেওয়ারমাত্র ফেল সেবে।  
সায়ানাইডের স্বাদ মিষ্টি। আমি বইয়ে পড়েছি। তারচেয়ে বড় কথা,  
সায়ানাইড খেয়ে মারা গেলে কারও ধার সাধ্য সেই বিখ খেয়ে মারা গেছে।  
তোমার কতটুকু লাগবে?  
অল্প হলেই চলবে। মনে করুন দুই গ্রাম। দুটা গ্রামে শরবতের সঙ্গে  
মিশিয়ে দুমুনক সেবে। জাহির স্যার আর তার বন্ধু পরিমল।  
খাওয়াবে কোথায়? খাওয়ানোর পর তোমাকে দ্রুত পলিয়ে যেতে  
হবে।  
আন্যদিকের মজা করে কি খাওয়ানো যায়?  
কেন যাবে না? মজারের তবাকের  
সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে দেবে। খেয়ে চিং হয়ে  
পড়ে থাকবে।  
আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি  
পুরো বিশ্বটা ঠাট্টা হিসেবে নিয়েছেন।

তুমি যদি সিরিয়াস হও তা হলে আমি সিরিয়াস। তোমাকে মোটেই  
সিরিয়াস মনে হচ্ছে না।  
আমি যে সিরিয়াস তার প্রমাণ সেই? সায়ানাইড আমি জোপাড়  
করেছি। আপনাকে ব্যক্তিগত দেখার জন্যে সায়ানাইড জোপাড় করতে  
বলেছি।  
কাজ তো তুমি অনেক দূর গিয়েছে রেখেছ। তুমি সায়ানাইড নিয়ে যাও  
আর দুই কালটিকে পালিয়ে নিয়ে।  
আমি এখনো ভাবছেন আমি ঠাট্টা করছি। সরি, আপনাকে বিরক্ত  
করলাম।  
তুতুরি লাইন কেটে দিল।

তুতুরি  
আমি সায়ানাইড কোথায় পাব? খিঁচা করে বলছি সায়ানাইড আছে। হিমু  
যেমন মিথ্যা বলছে, আমিও করছি। সে কথাই কথাই কাফলানি করে।  
আমিও কি তাই করছি?  
শুনছি প্রেমিক-প্রেমিকারা একে অন্যের স্বভাব নিজের মধ্যে ধারণ  
করতে চায়, যাতে তারা আরও কাছাকাছি আসতে পারে। হিমু আমার  
কোনো প্রেমিক নয়। তার স্বভাব কেন আমি নিজের মধ্যে নিয়ে নেব? তবে  
এই ঘটনা ঘটছে। আমি হিমুর মতো কিছু কথাবার্তা বলতে শুরু করেছি।  
উদাহরণ সেই? আমি মাজেনা খালার বাড়িতে গিয়েছি। ইন্টেলিজেন্সের কাজ  
শুরু করব এই নিয়ে কথা বলব, এন্টিমেট করব। বাসায় ঢুকে দেখি  
কুকুকেছ বুদ্ধ। স্বামী-স্ত্রী পরস্পর একে অপরের গলা কামড়ে মরেন।  
স্বামী এক পর্যায়ে মোখ পালে করে আতুল উঠিয়ে স্ত্রীকে বললেন, এই  
মুহুর্তে বাড়ি থেকে বের হয়ে যাও।  
প্রী গলা স্বামীর চেয়েও তিনগুন উঠিয়ে বললেন, তুমি বের হয়ে যাও।  
এই-আপার্টমেন্ট আমার।

কী? তোমার?  
অবশ্যই আমার।  
আজ তাই?  
তাই করবে না। কেবল হাতে থেকে বাকি, বের হয়ে যাও।  
এটা তোমার শেষ কথা?  
হ্যাঁ, শেষ কথা। Go to hell!  
Go to hell!—স্বাক্ষরটি এই মহিলা স্বামীর কাছ থেকে শিখলেন।  
প্রয়োজ করে মনে হলো খুব আশ্চর্য পেলেন। আমার দিকে তাকিয়ে  
বিজ্ঞপ্তির ভঙ্গিতে হাসলেন। স্বামী বললেন, OK যাচ্ছি। আর কিবব না।  
স্ত্রী বললেন, তুলেও উপহার আপার্টমেন্টে যাবে না। ঠাট্টাও আমার।  
স্বামী বেচারার মরজার দিকে যাচ্ছেন তখন আমি বললাম, খালি পায়ের  
যাবেন না। স্যারকে বা জুতা পরে যান।  
উনি খবরকে ধীরে আমার দিকে কটন চোখে তাকালেন। আমি তখন  
অবিকল হিমু যেভাবে বলত সেই ভাবে বললাম, খালি পায়ের বের হলে  
আপনার পায়ের হাত লেগে যেতে পারে।  
তিনি উদ্ধার বেগে খালি পায়ের বের হয়ে গেলেন। মাজেনা খালা  
বললেন, তুতুরি, কাজ-কলম শিরে বসো। আমাকে বোঝাও তুমি কী কী  
কাজ করবে। তার ভাবভঙ্গি যেন কিছুই হয় নি। সব স্বাভাবিক। তিনি  
অসংকীর্ণ পলায়ন বললেন, হিমুর জানা একটা ঘর রাখবে। ও বন্দন ইচ্ছে  
তখন এখানে থাকবে। হিমুর ঘরের তঙ  
হবে হলুদ।

খালু স্যারের পছন্দের রঙ কী?  
মাজেনা খালা মোখ-মুখ শুরু করে  
বললেন, তার ঘর এমন করে বানাবে যেন  
আলো-হাওয়ায় বংশ না ঢুকে। চিপা  
বাধকম রাখবে। বাধকম এমনভাবে



বান্নায়ে যেন বাধকমে সামান্য পানি জমালেই সেই পানি ছুইয়ে লোকটার ঘরে ঢুকে যায়। পারবে না ?

অবশ্যই পারবে। আপনি চাইলে রান্নাঘর এমন ডিজাইন করব যেন রান্নাঘরের খোঁয়াও উনার ঘরে ঢোকে। কাশতে কাশতে জীবন যাবে।

ভালো তো। খুব ভালো। তা বাবা ? আসো চা খাই।

আমি ছাড়ে চলে গেলাম জহির স্যারের কোঠা দেখার। অতি দুই এই মানুষটার মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনে আমার রক্তে আতন ধরে যায়। আতন ধরার এই ব্যাপারটা আমি গম্বন্ধ করি।

জহির স্যারের কাছে আজ আমি বিশেষ পরিকল্পনা নিয়ে যাই। তার সঙ্গে হিমুর মতো কিছুকণ কথা বলে তাকে বিভ্রান্ত করব। জহির স্যারকে কী বলব তাও আমি গুছিয়ে রেখেছি। তবে গুছিয়ে রাখা কথা সব সময় কলা হয় না। এক কথা থেকে অন্য কথা চলে আসে। সেবা যাক কী হয়। অবস্থা বুকে বাবছা।

জহির স্যার আমাকে সেবে খুশি খুশি গলায় বললেন, জোমার জন্য আসব ভালো খবর আছে।

আমি বললাম, কী খবর স্যার ?

গ্রামের পুকুরের মানুষের মুখের মতো দেখতে মাছটা সবাই জেবেছে মাত্র গেছে। সেবা যেত না। গতকাল সেবা গেছে।

হলেন কী!

এই উইকএতে যাবে ? এরপর আমি বুঝি ব্যস্ত হয়ে পড়ব। কোঠা পেঁকেই গেট পরীক্ষা শুরু হয়ে যাবে। ট্রিক আছে ?

অবশ্যই ট্রিক আছে। আপনার বড় যাবেন না ? পরিচাল সাহেব।

বলে দেখব। বেতেও পারে। বৃহস্পতিবার সকাল দশটার রঙনা হব। তোমাকে কোথেকে বলব ?

পীর বাচ্চাবাবার মাজার থেকে কুলে যাবেন। আমি ওইখানে রেডি হয়ে থাকব।

পীর বাচ্চাবাবার মাজার মানে ?

আমার পরিচিত একজন এই মাজারের আশ্রিনগরে থাকেন। তার নাম হিমু। ঢাকা শহরের সবচেয়ে গরম মাজার।

মাজারের আবার ঠাড়া-গরম কী ?

ঠাড়া-গরম আছে স্যার। হার্ডবোর ফিজিঙ্গ-এর একজন পিএইচডি সেলারগী হোটেলের চার শ' সাত নাচার কমে উঠেছিলেন। কী মনে করে একদিন মাজার দেখতে গিয়েছিলেন, তারপর আটকা পড়লেন।

আটকা পড়লেন মানে কী ?

এখন মিসি মাজারে থাকেন। মাজারেই ঘুমান। এশার নামাজের পর ছুছরের সঙ্গে জিগির করেন।

আবশ্যই কথাবার্তা বলছে।

অনেক বড় বড় লোকজন সেখানে যান, মন্ত্রী-মিনিষ্টারো গোপনে যান, গোপনে চলে আসেন। বৃহস্পতিবারে আপনি তো আমাকে কুলতে যাচ্ছেন, মিজেই দেখবেন।

তুমি কি নির্দিষ্ট মাজারে যাও ?

জিনা স্যার। আমার মাজারজন্মি নাই। এই মাজারের ডিজাইন করার দায়িত্ব আমার উপর পড়েছে। অল্প জায়গা তো, ডিজাইন করতে গিয়ে সমস্যার পড়েছি। আমি ট্রিক করেছি উপরের দিকে উঠে যাব। শ্বাইরেল ডিজাইন হবে। ফিবোনাকি রাশিমালা ব্যবহার করব। কতক কোটি টাকার প্রজেক্ট।

কোটি টাকা কে নিচ্ছে ?

উনার নাম গোপন। কাউকে জানাতে

চাচ্ছেন না।

জহির স্যারকে খানিকটা হকচকিয়ে বের হয়ে এলাম। এখন কী করব বুঝতে পারছি না।

হিমুর মতো হাটব ? আমার সমস্যা কী হয়েছে বুঝতে পারছি না। মাজারের একটা ডিজাইন সঠিক সঠিক আমার মাথায় এসেছে। ফিবোনাকি সিরিজের ডিজাটাও আছে। 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2

জিনেবেল মনে হচ্ছে। পর দিন পঞ্চাশ ডলারের সামান্য বেশি পড়বে।  
 অমি বললাম, কিনবেন নাকি স্যার ?  
 এখানে বুকেটা পারছি না। আমার কাছে যথেষ্ট ইন্টারেস্ট মনে হচ্ছে।  
 ট্রেনিং-এর পর এরা কী কী বেলা দেখাবে ?  
 সোকানের মাত্রী তরুণ-চোখা বলল, তিন আইটেমের বেলা  
 পাবেন। স্বামী-স্ত্রীর স্বত্বভুক্তি যাত্রা, স্বামী-স্ত্রীর কান্ডা, স্বামী-স্ত্রীর নিদ্রা  
 মহলস। তিনিই বিট আইটেম।  
 স্যার চকচকে চোখে বললেন, ইন্টারেস্টিং! আমেরিকায় ট্রেনিং  
 পতপাণির আসল কল। ফকিউডে ট্রেনিং পতপাণির একটা শো দেখে  
 মুগ্ধ হয়েছিল। আমরাতও যে পিছিয়ে নেই এটা ভেবে আনন্দ পাচ্ছি।  
 সোকানি বলল, স্যার সিয়া যান। বেলা দেখাতে সৈনিক ডি-এস-এর শ'  
 টাকা হয়ে করতে পারবেন।  
 স্যার আমার সিকে সর্মসনের আশা ত্যাগেতালেন। অতি মোহাধীরা  
 তারাই মনে হত। দুই বৈশি টেনে টিম কী করবেন কিছুই অবগেন না।  
 এই মুহুর্তে তাঁর বিশ্বাসটা মনে ধরেছে। কারখোঁড়া মানুষের জন্য মুহুর্তের  
 বাসনার মুখা অসীম।  
 অমি বললাম, এখনই কিনে ফেলতে হবে তা-না। স্যার, আপনি  
 চিন্তাভাবনা করুন। এদের হাফও হো সমস্যা। ফকিউ ইর হোটেলে নিচয়  
 বৈশর থাকতে দিবে না।  
 সোকানি উল্লাস গলায় বলল, কার্ড সিয়া যান। চিন্তাভাবনা করেন। যদি  
 মনে করেন কিনবেন মোহাধি করতে। মাল ভেলিজার সিয়া আসবে। নাম  
 সিয়া মুদারুলি চলবে না।  
 স্যারকে নিয়ে ফিরছি। তাঁর হাতে বৈশরের সোকানের ভিজিটিং কার্ড  
 স্যারকে হোয়া এলুই ফিল। যদি জানেন হেলের সোকানে এসে আমার  
 তাঁর চোখ উজ্জ্বল হলো। তিনি আমাঃ নিয়ে বললেন, সবাই মোতল হাতে  
 নিয়ে যাবেন আসে কেন ?  
 অমি হেসে হেসে বললাম।  
 স্যার বললেন, এই আনুিক প্রকৃতির মুখে বেশিবে কেল না ভাবিয়ে  
 যোড়া নিয়ে কেন আসবে ?  
 অমি বললাম, হোকসের মুখের সিক্ত ভাবিয়েই এটা করা হচ্ছে।  
 মোতলর এখন কোনো কাজ নেই। এরা বেকির। কেউ হোওয়া চড়ে  
 স্বত্বভুক্তি যায় না। মোতলর শিটে চড়ে মুগ্ধ করার বেজোজও উঠে গেছে।  
 এই কারণেই এদের অমেরা সানিয়ে লাগিয়ে মোহাধি।  
 স্যার বললেন, হেই সিয়া।

তিনি যেখানে যাচ্ছেন সেখানেই অটিকে যাচ্ছেন। তাঁকে নড়াচড়া থাকে না। যদিও স্যারের সামনেও তিনি অটিকে পড়েন। আমি বললাম, স্যার এক ছোট্ট খাঁট সফিরার হেল্প কী আপনার জন্য কিনব ?

স্যার বললেন, এক ছোট্ট কেস নিয়ে আমি কী করব ?

বাংলাদেশে খাঁট সফিরার তেল নাকে দিয়ে ঘুমানোর সিট্টেম আছে স্যার। দুই খুব ভালো হয়।

কেস ?

নাকের এয়ার শাশেলন ট্রিয়ার থাকে। সফিরবার খাঁখও হয়েচো কাজ করে।

মার বলসেন, ইন্টারেস্টিং।  
আমি তাঁর জন্য এক ছটাক তেল কিনে  
মাজারে ফিরে লেলাম। তার দু'খন্টা পর  
আমাদের সঙ্গে থানু সাহেব বুক হালেন।  
হাজেনা খালার তাক্সা থেকে তিনি কিছুটা  
বিপর্যস্ত। আমাকে বললেন, হিম্ম। বেঁচে  
বাকর বিহারে কোনো অসহ্য বোধ করছি  
না। তোমার মাজেনা থালা আমাকে  
বলেছে, Go to hell.

অমি বললাম, এখানকার টিকানা কোথায় পেরিয়েছেন ?  
বাপু কিন্তু গমায় বললেন, এখানকার টিকানা কোথায় পেলাম এটা  
ইম্পরটেন্ট, নাকি তোমার খলা যে বলল, সেটা টু হেল সেটা ইম্পরটেন্ট।  
আমার কথাই ইম্পরটেন্ট।  
অমি ত্রিক করেছি আখীরাখজন বড়বড়ার কারও বাড়িতে গিয়ে উঠব  
না। কারও করণা ভিন্কা করব না। শবেখাটে থাকব।  
সেখানটা হোটেলের একটা রুম আমাদের সেখা আছে। রুমটা ডটর  
সৌধুরী আখাশুর বহমান ওরফে বকু সায়ের। সেখান উঠবেন ? রুম  
খালি আছে।  
সে গোছে কোথায় ?  
ওই যে কোনায় হাজার বাড়িয়ে ঘুমাচ্ছেন। তাঁর নাকে দু'ফোটা বাট  
সরিষা তুলে সেওয়া হয়েছে। সেখান প্যাসেজ ক্রিয়ার থাকবে তাগো দুম  
হাছা।

সে এখানে বাস করে নাকি ?  
 জি। হ্যাঁটলে ঘুমালেই তিনি ইলেকট্রন-প্রোটিন হয়ে যাবেন,  
 এইভাবে এখানে থাকেন।

বাধু মশারি তুলে ঠিক নিয়ে বসলেন, আসলেই তো সে। মাথা পুরো মনে হয় কলাপন করেছে। তার ভাই নাটির মতো অথক্কা। নাটি লালমাটিয়া কলেজে ডিপ্লোমা পড়াত। হঠাৎ একদিন বলে বী, কাক হলো মানবসভ্যতার মাপকাঠি। কাকের সংখ্যা গোনা মরকার।

তারপর টমি কি কাক গোনা শুরু করলেন ?

বাকি খবর কা'না। আমেরি রানার ম্যানেজিং কা'। তার লম্বের তাই রসু' কেমনে খবর রাখে। সে বো ন্যাক সিরিয়ার ছেল দিয়ে ঘুমাচ্ছে। আমেরিকান ইউনিভার্সিটির এত বড় ম্যাকগোরাশিপ রয়েছে বলে এসেছে। এখন এক মাজারের চিপায় তয়ে আছে। শব্দের পাড়ে তাদের বিশাল সোফালা বাকি। সেই বাকি কা'না করছে। দুই তাইয়ের কেইই নেই। একজন-একজনের তয়ে আছে আরেকজন-বাকতমাকি করছে। দুজনেইই বাপকোনে মকবর।

হৃদয় মনে হয় আমোদের বন্ধাবদ্ধ। কনকিলেন। তিনি খালু সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, জনাব আপনার মন মিজাজ মনে হয় অত্যধিক খারাপ।

খালু সাহেব জবাব দিলেন না। হুজুর বললেন, একমানে জিগির করেন, মন লাগে করে।

वी कदम :

জিগিরি। আপনার কানে কানে আগ্রাহপালের একটা জাতনাম বলে

খালু সাহেব বললেন, কুণ্ডিত।

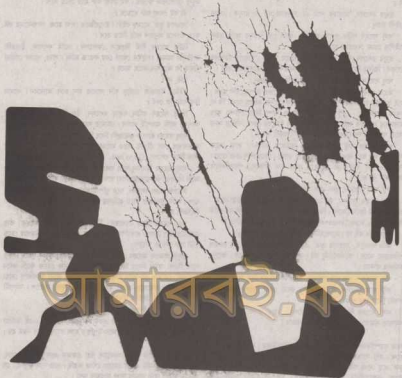
ছদ্ম বদশেন, অত্যাধিক খাট কণা বসেছেন। আমি মুর্থ। ইহা সভ্য।  
 অসি একা না। আমবা সেই মুর্থ। তবু আশ্বাস্যকর। আমি। উদার এর নাম  
 আমি আম। এর অর্থ হাজারখানি। আমি নাম জালালী তপ সপ্তম। উদার  
 আরেক নাম খাম মুহুরিত। এর অর্থ সর্বজালাল। এই নামের জালালী। উদার  
 কিছু নাম আছে হাজারখানি, যেমন তার রামখানি। এর অর্থ খাম অমূল্যতা।  
 খাম। সাদর একবার আমার নিকট ভাষ্যকর আমেরকর হাজারের  
 নিকট ভাষ্যকর। আমার জট পাকালে অমূল্যকর খাম। এসেছেন। সময়  
 হইল নাথক জট না খাম। অর্থাৎ পাকিল নাথক।



কল্লি স্নাতকের সঙ্গে খালু সাহেবের দীর্ঘ  
বৈঠক হলো। খালু এক নাগাড়ে কথা বলে  
গেলেন, কল্লি স্নাতক গলে গেলেন।

খালু সাহেব বললেন, তোমাদের 'জীনে' কিছু সমস্যা আছে। তোমার এক ভাই কতক ধনে বেতলায় আর অগ্নি মাড়ায়।





# আমারবই.কম

তবে ঘুমাচ্ছে। তনুলাম নাকে সর্ষিয়ার তেলও দিয়েছে।  
 স্যার বললেন, এক ঘোঁটা করে দিয়েছি। এক সুন্দ্রী হয়েছেন।  
 আমি জানতাম না যে, তুমি প্রফেসরশিপ থেকে দিয়ে চলে এসেছ।  
 কয়েকদিন আগে জেনেছি। চাকরি ছাড়ার কারণটা কী?  
 স্যার বললেন, স্ট্রিং-এর সমস্যা।  
 খালু সাহেব বললেন, স্ট্রিং-এর সমস্যা মানে কী?  
 এই জগৎ শেক্ষীত্ব খেমেয়ে String খিঁচিয়েছে। এই খিঁচি বলছে,  
 মহাবিশ্বে যা আছে সবই কল্পন। স্ট্রিংয়ের মতো কল্পন।  
 কল্পন?  
 জি কল্পন। সুপার স্ট্রিং খিঁচিয়েছে কি  
 ব্যাখ্যা করব? পাঁচ ডাইমেনশন, একটু  
 জটিল মনে হতে পারে।  
 না।  
 আমি, আপনি, চন্দ্র, সূর্য সবই  
 কল্পনের প্রকাশ।

কিসের প্রকাশ?  
 কল্পনের।  
 খালু সাহেব বললেন, তোমার মাথায ততো নমকল দিয়ে পানি ঢালা  
 দরকার। সবকিছু মাথা থেকে নূর করো। বিয়ে করো। এমন একটা  
 মেয়েকে বিয়ে করো যার মাথা ঠিক আছে। বুঝেছ?  
 জি।  
 তাকে নিয়ে তোমার গ্রামের বাড়িতে সন্সার পাঠো।  
 জি আছে।  
 নাট-কে খুঁজে বের করো। নাট কল  
 একসঙ্গে থাকো।  
 হুজুর খালু সাহেবের নিকে তাকিয়ে  
 বললেন, আপনি উনার সঙ্গে যোগ্য  
 ব্যবহার করবেন না। উনি মানুষ অবস্থায়  
 আছেন।  
 খালু সাহেব বললেন, মানুষ অবস্থায়



হাবুর বললেন, আগ্রাহর পথে যে সেওয়ানা হয় সে হাসুক। যেমন  
লাইলী মজনু।  
খালু সাহেব কঠিন পলায় বললেন, আমি তো হাবুর জামি মজনু  
লাইলীর সোমে সেওয়ানা হয়েছিল।

হাস্যের বলশলেন, ফুলে আত্মাহুতাকের গেমের মাসুক। মাজারের কিছুদিন থাকেন। জিগির করেন বা না-করেন আপনার মাথোও মাসুকভার হবে।

খালু সাহেব গোল গোল চোখ করে তাকিয়ে রইলেন।

তাকে খানিকটা উদ্ভাট দেখাচ্ছে। তাঁর স্ট্রিয়ারের কম্পন বেশি হচ্ছে। সেই তুলনায় বস্তু স্যার শার। খাদ্য সাহেবকে গোলক করিয়ে আনব কি না বুঝতে পারছি না। বেটুরেই থেকে সিস্টেম শাল্পু নিয়ে গোলক করে আনানোর ফল শুভ হতে পারে। ফেরার পথে বীদরের বেলা দেখিয়ে আনা যেতে পারে। বীদর দেখা মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যে ভালো।

বাস্থ্য সাহেবের বন্ধু স্যারের দিকে তাকিয়ে বললেন, মাথা থেকে Physics মূর করে যাও। অন্য কিছু নিয়ে ভাবো। ডিরেকশন চেঞ্জ করো। Physics যদি হয় উত্তর তা হলে চলে যাও নক্ষিণে। পরাধিনিয়ার 'অপসিট' কী হবে?

বলী সত্য বলমান, ভূত-প্রেত হতে পারে।

খালু সাহেব বললেন, ভূত-প্রেত খাওয়াপ কী? এই নিয়ে চিন্তা করো।  
প্রয়োজনে বই গিখে ফেলো। ফিজিক্সের উপর হোমার লেখা কী বই নাকি  
আছে? New York Times-এর Best Seller। নাম কি বইটার?

किछिटकर यई ना । आध्यात्मिक—The Book of Infinity.

অমি বললাম, 'বাংলার ভূত' এই নামে সারের একটা বই লেখার পরিকল্পনা আছে। গবেষণাবহী বই। ভূতের পরিচিতি থাকবে। তাদের কর্মকাণ্ড থাকবে।

শালু সাহেব অত্যন্ত হঠাৎ বললেন, সত্যি কি ব্যবসায় কিছু লিখছে সত্যি।

କଣ୍ଠି ମାଂସ-ଦଳପ୍ରାୟ, ଟ୍ରାକ୍‌କ୍‌ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପରା ଶେଷା ଯେତେ ଧୀର । କିନ୍ତୁ ଏକଜି ନିଆଁ ଗାଢ଼ ଧାବୀ ।

খালু সাহেবের দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। হাজার তখন বললেন, সব সমস্যার সমাধান জিগির। নামে নামে সোয়াব।

আম বৃহস্পতিবার। অবহাওয়া ব্যায়সের জন্যে উত্তম। সকল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। কল্লী স্যারকে A4 সাইজের কাগজ কিনে দিয়েছি, তিনি 'বাংলায় কৃত' গ্রন্থ দেখা শুরু করেছেন। ইংরেজিতে লেখা হচ্ছে। অনুবাদ করে বাংলা একাডেমীতে জমা দেওয়া হবে। মূল ইংরেজিটি Penguin-ওয়েলসের গদ্যমেবর ছেঁচী করা হবে।

साधनास साधनस कस्यपि न भवति—

"Because the ghosts are not there" might be reason enough to write a book about ghosts. But fortunately, there are better reasons than that.

Ghosts in its various guises, has been a subject of enduring fascination for millennia...

বই দেখা শুরু হয়েছে এই সুসংবাদটা বাংলা একাডেমীর ডিজি সাহেবকে সেওয়ার জন্যে টেলিফোন করেছিলাম। তিনি মনে হয় খুবই বিবাক হয়েছেন।

আলনি হিম্মু : সেই হিম্মু যে অসময়ে  
টেলিফোন করে আমাকে বিরক্ত করে :

জি স্যার। একটি সুসংবাদ মেওয়ার

জানো টেলিফোন করেছি। বই লেখা শুরু হয়ে গেছে স্যার।

কী বই লেখা শুরু হয়েছে ?

‘বাংলার ভূত’ নামের বইটি। ইংরেজিতে লেখা হচ্ছে, আপনাদের কাঁ  
করে বাংলায় অনুবাদ করে নিতে হবে।

ভিজি সাহেব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। আমি বললাম, ইংরেজি ভার্গানটা আমরা পেশুইন থেকে বের করতে চাচ্ছি। স্যার, ওদের কোনো নাথার কি আপনার কাছে আছে ?

अनि. ना ।

বইটার ইংরেজি ভার্শন যদি পড়তে চান তবে আসবেন। আমার  
টিকানাটা কি দেব ?

ডিজি সাহেব কঠিন গলায় বললেন, ইঁা ঠিকানা লাগবে। আমি আসব। আমি অবশ্যই আসব। তোমার সঙ্গে আমার বোকাপড়া আছে।

খালু সাহেব রাগকে জ্বালাঞ্জলি দিয়ে নিজ বাড়িতে চুকতে গিয়েছিলেন। অনেকবার বেল টোপার পরও মাজেনা খালা মরজা খুলেন নি। মরজার ফাঁক দিয়ে বললেন, Go to hell.

খালু সাহেব মিনমিন করে বললেন, যা হওয়ার হয়েছে। বাম নাও  
আমি নিজের বিছানা ছাড়া সারা রাত এক মাজারে না ঘুমিয়ে বসে ছিলাম

মাজেনা খাশা বললেন, তনে খুশি হয়েছি। এখন আমার মাজারে চলে  
যাও। আমি ততুৱিকে নিয়ে বাড়িম্বর ভাংখুর করে ত্রিক করব, তখন এসে  
বিবেচনা করব।

খালু সাহেব ফিরে এসেছেন। নিমণ্যেব নিচে কসে আছেন। তাঁর চেহারা তীব্র বৈরাগ্য প্রকাশিত হয়েছে। যে-কোনো মুহুর্তে নিমণ্য হেঁটু ইটী গুল করতে পারেন।

হুজুর আনছেন আছেন। তাঁর মাথার উপর সিঁটিং ফ্যান ঘুরছে। বস্তু স্যার সিঁটিং ফ্যান কিনে নিয়েছেন। হুজুর আমাকে তেঁকে কানে কানে বলেছেন, তোরাও এই স্যার মানুষ আছিস। উনার জান্না খাবেনিগে দেয়া করবে বলে। সবচেয়ে ভালো হল সিঁটিং ফ্যান দিয়ে দেয়া করলে। আগামী দিনের বসে এটা কিনবে তোরাও দেয়া করবে।

अस्मिन् यत्काले, इत्यन्त्यादि ।

তোমার খালুকে বলে আমি একটা তবিল লিখে দিব। এই তবিল  
গলায় পরে কী বা হাকিমের সামনে উপস্থিত হলে তাদের দিল নরম হয়।

সকাল দশটার নিকে চোখে সানগ্লাস পরা একজন এসে আমাকে বলল, এককিউজ মি। আমি একটি মেয়ের খোঁজ করছি। তার নাম তুতুবি। সে আমার খাতি। তার আমার সঙ্গে হাওয়ার কথা।

আমি বললাম, তুমিই এখনো আসে নি। নিশ্চয়ই তলে আসবে।  
আপনি একজনের সঙ্গে যাবেন। যাবেন তোমার আরোম পাঠের।

তুতুরির যে নাখার আমার কাছে আছে, সেটা ধরছে না। আপনার  
জায়গার জন্য কোনো নাখার কি আছে ?

জি-না। আপনি হুজুরের ঘরে বসুন। এত অস্থির হবেন না। আপনি আসল জায়গায় চলে এসেছেন। এই জায়গা থেকে কেউ খালি হাতে ফিরে না। আপনিও সত্যের খান্না ফিরাবেন না। আমার আপনাত মামুদী বলল।

संविदां

জহির সন্দেহজনক মৃত্যুতে মাজারের নিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি

শীত বাতাসাব্যাহার মাজার । তবু আমার  
বলা খট্টমা জন্ম ।

श्री शशिनाथ

আমি গলা নাড়িয়ে বললাম, মাজারে  
প্রধান খাসেমকে সেখায়েন না ? উনার নুই  
লা কাটা পড়ছিল। আমার ধারণা কাটা



দুই পা কবর দিয়ে তিনি মাজার সজিয়ে বসেছেন।

জমির বলসেন, মাজারের সাইড অবশি খুবই ছোট। টাউটে বেশ ভর্তি হয়ে গেছে। কাটা পাথরের উপর মাজার তুলে ফেলা বিচিত্র কিছু না। এদের ত্রুণফায়ের দেওয়া উচিত।

আমি বললাম, আমাদের হজুরের অবশ্য কেবামতিও আছে।

কী কেবামতি?

উনার যেখানে পাথরে আতুল থাকার কথা সেখানে টান দিলে আতুল ঘুটে।

জমির বলসেন, এই সব বুলশীট আমাদের তুমিয়ে লাভ নেই। আপনি কে?

আমি খাসেমের প্রধান খাসেম। আমার কাজ উনার পা টিপা। পাথরে যেখানে আতুল ছিল সেই আতুল হুটানো।

উট্ট কথাবার্তা আমার সঙ্গে বলেন না। আমি শিশি খাওয়া পাকলিক না।

আমি বললাম, জলপটাই উট্ট। হার্ডারের ফিল্ডব্লের পিএইচডি বসেছেন, আমরা কিছু না। আমরা সবাই স্ট্রিং-এর কম্পন।

জমির বলসেন, ননসেন কথাবার্তা বন্ধ রাখুন।

আমি বললাম, জি অস্বা। বন্ধ।

জমির খড়ি সেমে বিড়বিড় করে বলসেন, সেরি করছে কেন বুঝলাম না।

আমি বললাম, পটাসিয়াম সায়ানাইড জেগোড় করতে মনে হয় সেরি হচ্ছে।

পটাসিয়াম সায়ানাইড?

জি। খাওয়ানোর সব শেষ।

কে খাবে?

আপনি খাবেন। আর আপনার একা থাকেন। আপনারের দুই-তিন খাওয়ানোর একমুহুতুই এই তিনিস-জোখাত করছে। তেরিট্রিও এক টিচার কুতুরির কবী। তিনি একপ্রস পটাসিয়াম সায়ানাইড দিয়ে খাজি হয়েছেন।

জমিরের মাথা নিশ্চয়ই চক্কর দিয়ে উঠল। তিনি মাজারের রেলিং ধরে চক্কর সামলানলেন।

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, আপনি দৃষ্টিভ্রান্ত হয়েছেন না। পটাসিয়াম সায়ানাইডে মৃত্যু অতি দ্রুত হয়। কিছু বুঝবার আগেই শেষ। বমি, বিড়নি, ঝটকটনি কিছুই হবে না। টেকও পাবেন না। হাসিমুখে যদি খান, মৃত্যুর পরেও হাসিমুখ থাকবে। মূনের হাসি মুখে যাবে না।

জমির মাজারের রেলিং ধরে ডাকিয়ে আছেন। তার কপালে ঘাম। সেখাই সোকা যাচ্ছে পটাসিয়াম সায়ানাইড ঘটিত প্রবল ধাক্কায় তার স্বাভাবিক মানসিক প্রতিরোধ ভেঙে পড়ছে। এই অবস্থায় সার্জেশন ভাকের কার্যকরী হয়। আমি ঘনি বসি, জমির ভাই। আপনি দুইপ্রকৃতির সেক। অতি দুট্ট। অতি দুট্টরা এই মাজার ধরলে সমস্যা আছে। তারা আটকা পড়ে যাবে। হাত ছুটিয়ে নিতে পারবে না।—এই সার্জেশন জমিরের মস্তিষ্ক গ্রহণ করবে। মস্তিষ্ক থেকে হাতে কোষা সিংগলন পৌঁছাবে না। অতি দ্রুত হাত ও পাথরে মাসল শক্ত হয়ে যাবে।

বিশেষ এই সার্জেশন দেওয়ার আগে আরও হতচকিয়ে দেওয়া দরকার। আমি সহজ গলায় বললাম, আপনি নিশ্চয়ই মাইক্রোবাস নিয়ে এসেছেন। আপনার বন্ধ কোথায়? মাইক্রোবাস? সে এসে ভালো হতো, দুজন হজুরের কাছে তওবা করে নিতে পারতেন। মৃত্যুর আগে তওবা জরুরি।

জমির চাশা আগুয়াল করলেন। আমি

বললাম, জমির ভাই, বিবর্ত সমস্যা হয়ে গেল। অতি দুট্ট কেউ মাজারের রেলিং ধরলে আটকে যায়। অতীতে কয়েকবার এরকম ঘটনা ঘটেছে। আমার কেন জামি মনে হচ্ছে আপনি আটকে গেছেন। মাজারের চৌকি কবরও হাত ছুটিয়ে পারবেন না। বাক চৌকি করেন হাত তক্ত আটকাবে। আমার অনুরোধ অস্থির হবেন না।

আটটা সার্জেশন কাজ করেছে। জমিরের পকেট মোবাইল ফোন বাজছে। তিনি টেলিফোন ধরলেন না। মাজারের রেলিং থেকে হাত উঠাচ্ছেন না। তার মূনের মাসল শক্ত হয়ে উঠছে।

অনেককণ আপনি আপনি করে জমির এসে বসে বসে, এখন তুমি করে বসে থাক। সবচেয়ে ভালো হতো জামিনদের মতো সর্বনিম্ন তুই করে বসলে। মূনের বিষয় বাংলা ভাষার তুই এর নিচে কিছু নেই। বাংলা একাডেমীর ডিভি সাহেবের সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে হবে। আশ্চর্যকর জমিরকে তুমি সন্মোদন করেই চলাই।

জমির বুকবুক করে কাশছে। নাক টানছে। শব্দ করে নিঃশ্বাস ফেলছে। তার চাশা এবং কাতর গলা শোনা গেল, ভাই একটু সাহায্য করেন।

আমি বললাম, অবশ্যই সাহায্য করব। তুপেন হাজারিকা বলে গেছেন, মানুষ মানুষের জন্য। কী সাহায্য চান?

পানি দাও।

জমির ভাই, পানি খাওয়া ঠিক হবে না। পানি খেলেই গ্রন্থাবের বেশ হবে। মাজারে গ্রন্থাব করা ঠিক হবে না। নীর বাতাবার রাগ করতে পারেন। সিনারেট ধরিয়ে মুখে দিব।

ধূমপান করি না। আমাকে ছাড়বার ব্যবস্থা করেন।

জমির ভাই! অস্থির হবেন না। মাথা ঠাণ্ডা রাখেন। বিপদে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়। ভ্রমি চলে এসে আপনার অস্থিরতা কমবে। উনাকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করছি।

ভাট্টো কে?

আপনার বাকি কথা বলছি।

জমির ভাই বললেন, বদমাশ! মেয়ে হোর হাজি তক্তা খবর নেব।

তিন ঘণ্টা পার হয়েছে। অবিশ্বাস্য হচ্ছেও সত্যি জমির রেলিংয়ে আটকে আছে। হজুর একটু পর পর বললেন, সোবাহানল্লাহ। আল্লাহপাকের একী কেবামতি।

জমিরের বন্ধ পরিমল এসেছিল। সে কিছুকাল হতভম্ব হয়ে সেখল। জমির কাতর গলায় বলল, কোমর ধরে টান দাও। সেবার কিছু নাই।

পরিমল বলল, হয়েছে। কোমর কোমরে ধরলে অমিও আটকে যাব। বসেই ধাঁড়াল না, অতি দ্রুত ছুঁতে ছাড়া কখন।

এর মধ্যে মাজারের কেবামতি আশপাশের শোকজনদের কাছে প্রকাশিত হয়েছে। অনেককি এসে দেখছে মাজারে মানুষ আটকে আছে। 'সৈনিক সাতসকাল' পত্রিকার ডাক রিপোর্টার এসে গেছে। রিপোর্টারের ধারণা ইচ্ছা করে কেউ একজন রেলিংয়ে আটকে থাকার ভান করছে বেনে মাজারের নাম ফটে। এই রিপোর্টার হজুরের কাছে গোপনে দশ হাজার টাকা চেয়েছে। টাকা পেলে পজটিভ রিপোর্ট করা হবে, না পেলে নেগেটিভ রিপোর্ট। এমন রিপোর্ট যে ফ্রান্সজির নামে হজুরকে পুলিশ আয়রেট করে নিয়ে যাবে।

হজুর বললেন, আপনার বা রিপোর্ট করার করবেন। আমার হাতে কিছুই নাই, সবই পীর বাতাবার হাতে। সোবাহানল্লাহ।

সংবাদিক থাকতে থাকতেই বাংলা একাডেমীর ডিভি সাহেব চলে এলেন। তিনি হতভম্ব। আটকে পড়া মানুষটিকে



দেখে বললেন, আপনার নাম জহির না ? আপনি বাংলা একাডেমীতে একটা পাতুলিপি জমা দিয়ে টাকা নিয়ে গেছেন। পাতুলিপির নাম 'বাংলার ঐতিহ্য তেপা শটিকির একশত বেসিপি'।

জহির বলল, পাণ্ডুলিপি আমার বন্ধু পরিমলের লেখা। আমি সঙ্গে নিয়েছিলাম।

এখন মাজারে আসিকে আছেন ?  
জি : স্যার, আমার জন্য একটু দোয়া করেন।  
ভিজি স্যার বিভ্রিভ করে বললেন, কিছুই বুঝতে পারছি না।  
হুজুর বললেন, বলেন সোবাহানগ্লাহ। এই ধরনের মাজেজা দেখলে  
সোবাহানগ্লাহ বলা দরুজ।

ডিজি স্যার আমাকে দেখেও চিনতে পারলেন না বলে মনে হলো। মাজারে মানুষ আটকা দেখে তার সিট্টেম নষ্ট হয়ে গেছে। আমি কাছে এগিয়ে গেলাম।

স্বাধীন, আমাদের চিনেছেন ? আমি হিন্দু । ওই যে মুন্সুরি কুতুরি । আপনি  
হুন্সুরের ঘরে বসুন । পাণ্ডুলিপি নিয়ে নেই, দশ পৃষ্ঠা লেখা হয়েছে ।  
সিঁরিবিলি বাসে পড়ুন ।

কিসের পাণ্ডুলিপি ?  
বাংলায় ভাঙে ।

ভিজি স্যার বিড়বিড় করে কী বললেন বুঝলাম না।

আমি বললাম, স্যার কিছু বলেছেন ?

তাই সারি বসলেন, একজন ডাক্তার ডেকে আনা ডাউট, ডাক্তার  
সেখক। একটা লোক মাজারে আটকে আছে, এটা কেমন কথা ?

ছাত্রের যত্নগ্ৰহণ, সমাধা, এই জিনিষ মেডিকেলের আধারে না। এটা গাছবি।

ଡିଜିଟାଲ ସମ୍ବଳେନ, ଆମନି ଡେ ?

হুজুর বললেন, আমি এই মাজারের প্রধান খানেম। হিমু আমর শিখা  
জন্মের আগামের প্রতিদান।

অনি ভিজি বাংলা একাডেমী।

হুজুর আনবিত গলার বললেন, মোবাহমায়াহ। বিশিষ্ট লোকজন

এত বড় ঘটনা ঘটছে, কষ্ট স্যার এবং খালু সাহেব দুজনের কেউ নেই। তারা জোড়া বাঁসর কিনতে গেছেন। জোড়া বাঁসর কেনার খালু সাহেব কীভাবে বুঝ হালেন আমি জানি না।

মাজারের সামনে প্রচুর লোক জমে গেছে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে আপনা আপনি কিছু ভুলে গিয়ার বের হয়। লাঠি হাতে একজন ভুলে গিয়ারকে দেখা যাচ্ছে। ভুলে গিয়ারের পরনে লাল পাঞ্জাবি মাথায় লাল

ফেটি। ভলেফিয়ার কঠিন গলায় বলছে, লাইম নিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে আসেন। ছবি তোলা নিচ্ছে। মোবাইল বন্ধ করে রাখেন। পরম মাজারা। কেউ হাত নিবেন না। হাত নিলে কী অবস্থা নিজের চোখে দেখে বান।

জাহিরের শিক্ষাসফর হয়ে গেছে। সে এখন হাট আটাকের সময়

যেভাবে ঘামে সেভাবে ঘামছে। ঘামে শাট ভিজছে গেছে। শাটও ভিজছে। তবে এই ভেজা ঘামের ভেজা না, অন্য ভেজা।

তুতুরিকে মেখে কীনা কীনা গলায় বলল,

আমাকে বাঁচাও। আমি তোমার পায়ে ধরি,  
তুমি আমাকে বাঁচাও।

তুতুরি বলল, আমরা তা হলে আপনার গ্রামের বাড়িতে যাব কীভাবে ?  
জহির বলল, রাখো গ্রামের বাড়ি। একজন ডাক্তারের ব্যবস্থা করে।  
মিজ মিজ মিজ।

कहति

একজন মানুষ নাকি সারা জীবনে সাতবারের বেশি বিষয়ে অভিভূত হতে পারে না। এই সাতবারের মধ্যে একবার আস্তের পর পর শ্রুতী দেখে বিষয়ে অভিভূত হয়। আরেকবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে। এই দুইবারের স্বত্ব কোনো কাজে আসে না। বাকি থাকে পাঁচ।

এই মাজারে এসে পাঁচের মধ্যে দুটা কাটা গেল। দুবার বিশ্বাসে অভিস্কৃত হলাম।

জমির স্যার মাজারের বেগিনী ধরে আটকে আছেন—এটা দেখে প্রথম বিশ্বাসের সিক্ততা হল। এই ঘটনা পঞ্চদশ হাজার নিকাই হাত আছে মাজারের বেগিনীকে সুখার গুণে পুষিয়ে দেয়া যে হাজার নিকাই হাত আটকে বাবে। এরচেয়ে বড় বিষয় আমার জন্যে অশ্রুশা করছিল। মাজারের প্রধান যাদনস পা কাটা হলেই মাজারে যাবে। এই হাজার আমাকে ট্রান্সের প্রথম নিকাই মুক্তার হাত থেকে বিনির্গতহয়ে। তাঁর পা বেঁটে বাম মেয়ে হয়েছিল এই খবর হোটেলেলায় পেয়েছিলাম। বাবা কয়েকবারই আমাকে হাজারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। উনি অত্যন্তের মতো ছিলেন, কোনোবারই ট্রিকোলে আমাকে ছেদেন নি।

আশ্চর্যের ব্যাপার, হুজুর আমাকে সেখেনি বললেন, জয়নার না ?  
সোবাহানুজ্জাহ। কেমন আছো মা ?

অমি জানি তাঁর পা নেই, তারপরেও অমি কদমবুসি করার জন্যে নিতু  
হলাম। ছতুর বললেন, পা নাই তাতে কোনো সমস্যা নাই গো যা। ভুঁমি  
কদমবুসি করো—জিনিস জায়গামতো পৌঁছে যাবে। তেজোর পিতামাতা  
কোনো কষ্টে পড়েননি।

કોઈવા મુજબનું આવા પેલેલન ।

আহায়ে আহায়ে আহায়ে। চিন্তা করবা না মা, আগুইপাক এক হাতে  
নেল আরেক হাতে ফেরত সেন। এটাই উনার কাজের ধারা। মা, তুমি কি  
বিবাহ করেছ ?

वि.सं.।

এই বিষয়েও চিন্তা করবে না। খাসমিলে সোয়া করে মিব। প্রয়োজনে ছিনের মারফত সোয়া করাব। সুবিধা যখন আছে। মা, ভ্যানের নিচে বসে। হাটখাটী ঠাণ্ডা করে। বেসমানে পড়িয়ে করিয়ে এই। ইতি নিতি।

আমি ভিজি সাহেবকে সালাম দিলাম। নিজের পরিচয় দিলাম। তিনি বিহীন হাতের সঙ্গে আমার হাত ধরে, গভীর একটা চোখের সাক্ষাৎ করে।

জি স্যার।

साम की ?

ଆଜ୍ଞା ନାମ ଶରଣାବଳୀ, ଶାନ୍ତିନାମ ବୁଦ୍ଧି ।

पृष्ठानि १

জি স্যার কুকুরি ।

ভিজি স্যার বিড়বিড় করে বললেন, কিছুই বুঝতে পারছি না। তুতুরি  
আমারই কি মাঝনি মাঝনি।

ଜି. ନାଥ ।

ডিজি স্যার হতাশ পলায় বললেন,  
আমি তো মনে হয় ভালো চক্রে পড়ে

কথাবার্তার এই পর্যায়ে বাইরে ছিটচিট





# আমারবই.কম

ঘটনা হচ্ছে অ্যাকশন নিয়ে একজন ডাক্তার এসেছেন। ডাক্তারের সঙ্গে পরিচয়। এই বদমায়েশ মনে হয় ডাক্তার নিয়ে এসেছে।

ডাক্তার জহির স্যারকে বললেন, হাতের সব মাসল টিক হয়ে গেছে। আপনি কি পা নাড়তে পারেন?

জহির স্যার বললেন, পারি। তবে পায়ের ডালু গরম হয়েছে। কাটকে বলেন, জুতা-মোজা খুলে দিতে।

হিমু আমেবী হয়ে জুতা-মোজা খুলল। জহির স্যার কয়েকবার পা ওঠানো করলেন। তখন হিমু বলল, জুতা-মোজা খোলা মনে হয় টিক হয় নাই। এখন মেথের সঙ্গে পা আটকে যেতে পারে।

বিশ্বকর ব্যাণ্ডার হলো, হিমুর কথা শেখ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জহির স্যার কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বললেন, পা আটকে গেছে।

ডাক্তার সাহেব ঘটনা দেখে ঘাবড়ে গেছেন, মাসল রিল্যাক্সের ইনজেকশন নিয়ে লাভ হবে না। প্রবলেমটা নিগুরো। নিগুরো মেডিসিনের কাটকে আনতে হবে।

ভিজি স্যার হিমু পলয় আমাকে বললেন, হিমু নামের ওই বুবকের এখানে কিছু জুমিকা আছে। অতি দুইপ্রকৃতির

বুবক। আমাকে সাদান ভুজং জাজং দিয়ে সে এখানে নিয়ে এসেছে। তার সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার। মাজারের খাসেমটাও বল। সে এই ঘটনায় হুজু।

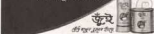
আমি বললাম, স্যার, হিমু বদ না ভালো এই বিখ্যে আমি কিছু বলতে পারছি না। তবে যিনি খাসেম, তিনি চলত ট্রাকের নিচে পড়া থেকে আমাকে বাঁচিয়েছিলেন। ট্রাকের ঢাকা তার পায়ের উপর নিয়ে চলে যায়। তার পা কেটে বাস দিতে হয়।

ভিজি স্যার বললেন, কী বলো ভুনি। উনি তো তা হলে সুফি পর্যায়ের মানুষ। উনার সম্পর্কে অতি ব্যক্তি খাবনা ছিল। ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

আমি এবং ভিজি স্যার হুজুরের সামনে বসে আছি। হিমু আমাদের জন্যে চা নিয়ে এসেছে, আমরা চা খাচ্ছি। হিমু নিজেকে জহির স্যারকে চা বাগিয়েছে। চায়ের কাপ স্যারের মুখে ধরছে, স্যার চুক চুক করে খাচ্ছে।

হুজুর চোখ বন্ধ করে জিপিরে বসেছেন। ভিজি স্যারের হাতে কিছু কাগজ। কাগজগুলো হিমু তাঁকে ধরিয়ে

দীর্ঘাল শক্ত চুলের বাঁধনে  
ধরে রাখুন জিয়জানকে



নিয়মে। তিনি আমাকে বললেন, হার্ভার্ডের ফিজিক্সের একজন পিএইচডি  
কৃত নিয়ে খই লিখছে। এটা কি বিশ্বাসযোগ্য?

আমি বললাম, একজন মানুষের মাঝারের রেলিংয়ে আটকে যাওয়া যদি বিশ্বাসযোগ্য হয় তা হলে হার্ভার্ডের পিএইচডির ভুক্তের উপর বই সেখান থেকে বিশ্বাসযোগ্য। আমি উল্লেখ চিনি। তিনি মাঝেমেরিংয়ের একটি বই দিয়েছেন, The Book of infinity. বইটি New York Times-এর বই সেলারের তালিকায় আছে। ম্যাকমিলান বুক কোম্পানি বইটির প্রকাশক।

डिजिटल मासिक छात्र कक्षाएँ शुरू करें, बच्चा की।

আমি বললাম, আপনি কয়েক পাতা পড়ে দেখুন। হয়তো সেখা বাবে এই বইটিও হবে বেস্ট সেলার।

ভিজি স্যার পড়া শুরু করেছেন। আত্মাই নিয়ে পড়ছেন।

অমি বাইরে কী হচ্ছে সেবার জন্যে বের হলো। পরিচিতি শারৎ, জনসমাগম বেছেছে। পুলিশ চলে আসার শুল্ভতা তৈরি হয়েছে। হেসে এসে মেয়ের জন্যে আশ্বাস লাইন হয়েছে। জরিব স্যারের স্ত্রী চলে এখানে। মহিলা নৈক্য পর্বত সাইন হয়েছে। তিনি স্বাভাবিক পানায় লম্বায়ে, তুমি যে কতটা ভয়ঙ্কর মানুষ এটা অমি জানি। একটিন মুখ তুলি নি। আজ তুলে। তুমি এখানে আঁকা পড়ে, অমি বুনি। সারা জীবন এখানে আঁকা থাকো। অমি জানি চাই।

বিশু মহিলাকে বলল, ম্যাডাম, আপনি উত্তেজিত ছবেন না। যেভাবেই হোক আমরা জীবির তাইকে রিলিজ করে আপনার হাতে তুলে দিব। এখন আপনি ব্যবস্থা নিবেন। প্রয়োজনে ডাক্তারের উপস্থিতিতে কডি কেটে উনাকে রিলিজ করা হবে। জীবির তাই। রাত্টি আছেন।

জাহির স্যার পোড়ানির মতো শব্দ করলেন। আমি অবাধ হয়ে ডাকিয়ে  
আছি হিন্দুর নিকে। এই মানুষটা কে? মাজেনা খালা যেমন বলেছিলেন  
তেমন কিছু অলৌকিক শক্তির কেউ?

জিগি স্যার খতমত অবশ্যই আছেন। তিনি লেখা পড়ে শেষ করেছেন। বুঝতে পারছি লেখা তাকে অতিভক্ত করেছে। তিনি নিজের মনে বলছেন, জিগিগি। এমন বাসু বাল্মীকি হারিন পাঠ করি নি। এই লেখককে রিয়েল স্যাটুটি নিতে ইচ্ছা করছে। এই বইটির বাস্তুবাল্মীকি একাডেমী থেকে অবশ্যই বের হবে। এতে যদি আমার চাকরি চলে যায় চলে যাবে।

ভিকি স্যারের কথা শেষ হওয়ার আগেই শিকলে বাঁধা দুই বান্দর নিয়ে বন্দি স্যার এবং মাজেন্দা খানার হাজবেক ঢুকলেন। কাঁইরে কী হচ্ছে না-হচ্ছে তা নিয়ে দুজনের কাঁইরেই অমারী মনে হলো না। দুজনের সম্মুখ ভিত্ত্যেতেনা বান্দর দশপাতি নিয়ে। আমি ভিকি স্যারের সঙ্গে দুজনের পরিচয় করিয়ে দিলাম। এই বিষয়ের তাদের কোনো অজ্ঞেই দেখা গেল না। বন্দি স্যার বললেন, স্বপ্নবোধি যাত্রা।

মাজেন্দা খালার স্বামী বললেন, এই আইটেম সবচেয়ে ফালতু। প্রথমে সেখাও স্বামী-স্ত্রীর মধুর মিলন।

সুই ব্রান্ডের বাসী-প্রীর মধুর মিলন অভিনয় করে দেখালে। হৃদয়  
কললে, সোবাহানাষ্টাই!

ডিজি স্যার একবার বীরের দুটিকে দেখছেন, একবার হার্ডট পিএমডি'র নিকে তাকাচ্ছেন, একবার তার হাতের কাগজের তালুতে চোখ বুলাচ্ছেন। একইসঙ্গে মানবজাতির তিনটি আবেগ তাঁর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বিখিত, হতভম্ব এবং গুণিত।

কাইরে বিরাট হইচই। দুটি টিভি চ্যানেলের লোকজন চলে এসেছে। কালো পোশাকের কিছু ব্যাবও দেখতে পাচ্ছি।

হিমুকে কোথাও দেখছি না। আমি নিশ্চিত হিমু এখানে নেই। সে সবাইকে এখানে জড়াত্ত্ব করেছে। তার কাজ শেষ হয়েছে। মাজেন্দা খালা বলেছিলেন, হিমু একটা খট্টা ঘটিয়ে তুণ নেই। অনেক দিন তার আর বোঁদ পাওয়া যায় না। আবার উদয় হয়, নতুন কিছু খট্টা। তুতুবি, তুমি এর কাছ থেকে দূরে থাকবে।

ভেতর থেকে ছুঁতুর ডাকলেন, জয়নার মা। ভেতরে আসো। জরুরি কথা আছে।

আমি ঘরে ঢুক সেখি, দুই বাঁদরের স্বত্ববাক্তি যাত্রা দেখানো হচ্ছে। কলী স্যার এবং মাজেনা খালার স্বামী দুশ মেখে হাসতে হাসতে একজন আরেকজনকে উপর ভেঙে পড়তে থাকেন। শুধু ডিজি স্যার সোপমুখ শক করে আছেন। বাংলা ভাষার মানুষ হয়েও ইংরেজিতে বলছেন, I can't believe it.

আমাকে কাছে ডেকে হুজুর বললেন, বীদর-বীদরির খেলাটা দেখো।  
মজা পাবে।

আমি বীমল-বীমলিত খেলা সেখনি, তেমন মজা পাচ্ছি না।

কল্লু স্যার হুজুরের দিকে তাকিয়ে আনন্দময় গলায় বললেন, এই দুই  
প্রাণীকে আপনি এক পছন্দ করেছেন বলে ভালো লাগছে। এরা আপনার  
সঙ্গেই থাকবে।

হাস্যের বলসেন, আত্মপ্রাণকে আমাকে স্ত্রী মেনে নাই, পুত্র-কন্যা কিছুই মেনে নাই, উষ্টা আমার দুটা ঠাং নিয়ে গেছেন। এখন বুঝতে পারছি তিনি আমাকে সবই দিয়েছেন। আমি মূর্খ বলে বুঝতে পারি নাই।

ভাঁড় চোখ ছলছল করছে। বাঁদর দুটি দেখাচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর মধুর মিলনের মূহা।

આવિ વિવિ

মালার জন্মজন্মই সবসময় রেখে আমি সেই হয়ে এসেছি। তুতুরির সঙ্গে একবার দেখা হলে ভালো লাগত। দেখা হয় নি। এও বা মন কী? আমাদের সবসময় ভালো লাগত। তুতুরির থাকবে তার অগতঃ, কী সবার তাঁর জগতে। আমি বাস-সুব-আমার ভবনে। ওপু পড়লে আলাদা কোনো ভাবন নেই। স্টেটও থাকে না। পড়লে আলাদা ভাবন নেই বই তাদের অন্যরকম বসেই থাকে।

আমি ইটছি, আমার পেছনে পেছনে একটা কুকুর ইটছে। আমি আমার মতো চিন্তা করছি। কুকুর চিন্তা করছে তার মতো। আমি কুকুরের চিন্তায় ঢুকতে পারছি না, কুকুর আমার চিন্তায় ঢুকতে পারছে না।

কুম বৃত্তি শুক হতেই কুকুর সৌভে এক গাড়ি-বারান্দায় আশ্রয় নিল।  
অব্যাক হয়ে দেখল আমি বৃত্তিতে ভিজে ভিজে এতখি। সে কী মনে করে  
আবারও আমার পেছনে পেছনে হাঁটতে শুরু করল।

বাহ্যায় পানি জমেছে। আমি শানি ভেঙে এগছি। আমার পেছনে পানিতে ছলছল শব্দ তুলে আসছে একটা কালো সুকুহ। আমি তাকে চিনি না, সেও আমাকে চেনে না। বহুদূর তখনই গায় হর যখন কেউ কাটকে চেনে না।

